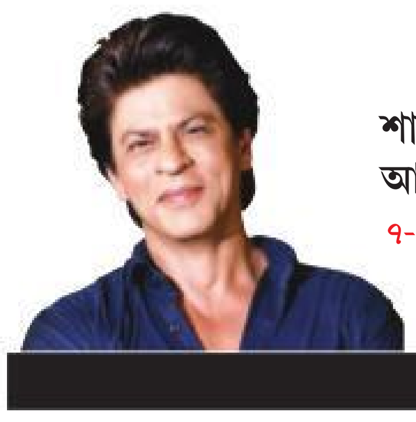


শাহরুখের আক্ষেপ

৭- এর পৃষ্ঠায়

দৈনিক স্টেটসম্যান



সৌদি আরবে নেইমার

৮- এর পৃষ্ঠায়

www.dainikstatesmannews.com ৮ পৃষ্ঠা কলকাতা শিলিগুড়ি ২৯ শ্রাবণ ১৪৩০ মঙ্গলবার ১৫ আগস্ট ২০২৩ https://m.facebook.com/DainikStatesman https://mobile.twitter.com/statesmandainik ৪ টাকা

ছুটি

৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজ দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। এই উপলক্ষে আগামীকাল অর্থাৎ ১৬ আগস্ট পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সকলকে। — স.

আজকের দিন

সূর্যোদয় — ৫ টা ১৬ মিনিট
সূর্যাস্ত — ৬ টা ০৮ মিনিট

পূর্বাভাস
আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হলেও দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

দিনের তাপমাত্রা
আজকের সম্ভাব্য
সর্বোচ্চ ৩৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
গতকালের
সর্বোচ্চ ৩৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আপেক্ষিক আর্দ্রতা
সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ; সর্বনিম্ন ৬৮ শতাংশ

বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়)
হয়নি।

নয়া ঘূর্ণাবর্তের ভ্রূকুটি দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি— আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে। তার জেরে বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় আমূল বদলের পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। আগামী ২৪ ঘণ্টা উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। শুধু তা-ই নয়, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি বছর এল নিনো নিয়ে আশঙ্কা ছিল। প্রথমিকভাবে জানানো হচ্ছিল, অগাস্ট মাসে এল নিনোর প্রভাবের জন্য দেশে অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাত হতে পারে।

কন্যাশ্রী দিবসের মঞ্চে 'জয় বাংলা, জয় ইন্ডিয়া' স্লোগান

সংহতির এক প্রধান কেন্দ্র বাংলা : মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি— মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার আলিপুরের ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত কন্যাশ্রী দিবসের মঞ্চ থেকে 'জয় ইন্ডিয়া' স্লোগান দিয়ে তিনি বলেন, "বাংলাকে চমকানো ধমকানো যাবে না।" বক্তৃতার একেবারে শেষে মমতা স্লোগান দেন, "জয় বাংলা, জয় ইন্ডিয়া।" স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠানে নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় মমতা বলেন, "স্বাধীনতার যুদ্ধ, স্বাধীনতার লড়াই সবটাই কিন্তু বাংলা থেকে হয়েছিল। কোনও দিন যদি আন্দামান নিকোবর জেলে যাও, দেখবে যত নাম আছে, তার মধ্যে ৯০ শতাংশ নাম আছে বাংলার। আর বাদবাকি পাঞ্জাবের। সুতরাং বাংলা যে স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, সেটা নতুন করে বলার প্রয়োজন লাগে না।" তিনি আরও বলেন, "বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার মেধা এগিয়ে চলুক। কেউ যেন থামাতে না পারে। বাংলাকে যেন কেউ চমক দেখাতে না পারে। বাংলাকে আমরা চমক দেখাব, উন্নয়নের সঙ্গে। বাংলাকে ধমকানি নয়, চমকানি নয়। বাংলা আমার কাছে আমার ঘর। আমার ঘর, মায়ের শাড়ির আঁচল, আম্মার শাড়ির আঁচল। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, সবাই একসঙ্গে থাকবে। বাংলা সংহতির এক প্রধান কেন্দ্র। কন্যাশ্রী প্রকল্প প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজ কন্যাশ্রী একটি ব্র্যান্ড। আমি বিশ্বাস করি। কন্যাশ্রী দিবস সারা দেশে এক দিন ওয়ার্ল্ড গার্ল চাইল্ড ডে হিসেবে পালিত হবে। কন্যাশ্রীর লোগো গরিব মেয়ের ছবিকে নিয়েকে তৈরি করি। কন্যাশ্রীর গানটিও আমার লেখা এবং লোপামুদ্রার গাওয়া।" রাজ্যের সব শিক্ষাঙ্গনগুলির প্রধানদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আগামীকাল স্বাধীনতা দিবস। আমি ফ্রিডম অ্যাট মিড নাইট প্রোগ্রাম চালু করেছিলাম। আজ দুটি অনুষ্ঠানেও যেতে হবে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানদের বলব একবার আলিপুর মিউজিয়াম ঘুরিয়ে নিয়ে যান। স্বাধীনতার ৭৫তম বছর উপলক্ষ্যে করেছি।" বক্তব্য শেষে নিজের লেখা কবিতা সংকলের বই থেকে দুটি কবিতাও পাঠ করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথম যে কবিতাটি পাঠ করেন, তার নাম 'আমার ঠিকানা'। এই কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন সিঙ্গুর নিয়ে আমরণ অনশনের ২৬তম দিনে। আর 'মাটির ঘর' নামে একটি কবিতা পাঠ করেন।



বিজেপির সঙ্গে কখনই আপস নয় : শরদ পাওয়ার

মুম্বাই, ১৪ আগস্ট— বিজেপিতে যোগদান নিয়ে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করলেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। পাওয়ার সাফ জানান, তাঁর দল কখনওই বিজেপির সঙ্গে যাবে না। পাওয়ার বলেন, আদর্শগত দিক থেকে এনসিপি এবং বিজেপির পথ সম্পূর্ণ পৃথক। এমনকি এই দুটি দলের রাজনৈতিক কাঠামোও সম্পূর্ণ আলাদা বলে জানান এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। শনিবার পুণেতে অজিত পওয়ারের সঙ্গে শরদের সাক্ষাতের পর এই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে। সেই সাক্ষাতের ২৪ ঘণ্টা পর জল্পনার অবসান ঘটালেন এনসিপি প্রধান। নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে পাওয়ার বলেন, "এনসিপির জাতীয় সভাপতি হিসাবে একটা ব্যাপারে স্পষ্ট করতে চাই। আমার দল কখনওই বিজেপির সঙ্গ নেবে না।" একইসঙ্গে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পাওয়ার জানান, তাঁর কিছু শুভানুধ্যায়ী তাঁকে বিজেপিতে যোগদানের জন্য প্ররোচনা দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি নিজের অবস্থান বদল করবেন না।

তিনি বলেন, 'আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন। আমাদের কিছু শুভাকাঙ্খী আমাদের মনের মধ্যে কোন পরিবর্তন হতে পারে কিনা তা দেখার চেষ্টা করছেন।' প্রসঙ্গত, সম্প্রতি শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিত পাওয়ার এবং আরও আটজন এনসিপি বিধায়ক বিজেপি-শিবসেনা নেতৃত্বাধীন মহারাষ্ট্র সরকারে যোগ দিয়েছেন। রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথও নেন অজিত পাওয়ার।



যাদবপুর কান্ডে শোকজ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি— সোমবার রাজ্য সরকার এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে শোকজ করল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ বলে জানা গেছে। নজরদারির অভাব-সহ কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগে শোকজ করা হয়েছে, সূত্র মারফত প্রকাশ। ছাত্রের মৃত্যুতে মানবাধিকার লঙঘনের অভিযোগে জবাব তলব করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। শোকজ করেছে শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন-ও। 'কেন অমান্য করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ইউজিসির নির্দেশিকা?' ২ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জবাব তলব জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের। এখন দেখার রাজ্য ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কি অবস্থান নেয় এই শোকজের পরিপেক্ষিতে? ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে র‍্যাগিং বিরোধী কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার জন্য জনস্বার্থ মামলা দাখিল করা হয়েছে।

হস্টেলের রাঁধুনি দিলেন আঁতকে ওঠার মতো বয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি— যাদবপুরের প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্য মৃত্যুতে আঁতকে ওঠার মতো বয়ান দিলেন যাদবপুর হস্টেলের রাঁধুনি। জানালেন, 'রেলিং এর ওপর দিয়ে হাঁটানো হত জুনিয়রদের।' যাদবপুরের প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদে মুখর সারা রাজ্য এরই মধ্যে পুলিশই জিজ্ঞাসাবাদ এর মুখে চাঞ্চল্যকর দাবী করলেন যাদবপুর মেইন বয়েজ হোস্টেলের রাধুনী। সূত্রের খবর পুলিশী জিজ্ঞাসা বাদে তিনি জানিয়েছেন, হোস্টেলে জুনিয়রদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলাতো সিনিয়ররা। আদালতেও এই রাঁধুনীর বয়ান রিপোর্ট আকারে জমা পড়েছে বলে সূত্রের খবর। তিনি পুলিশকে আরও জানিয়েছেন, আবাসিক জুনিয়রদের সঙ্গে চাকরের মতো আচরণ করত সিনিয়ারেরা। এমনকি সিনিয়রদের কথা না শুনলে জুনিয়রদের হোস্টেলের বারান্দা রেলিং এর ওপর দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করা হত। উল্লেখ্য, যেহেতু প্রথম বর্ষের ওই পড়ুয়ার মৃত্যু তিন তলা থেকে পড়ে হয়েছে, তাই সেই ছাত্রকেও এইভাবে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে হাঁটানোর ফলে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে কিনা, সেই বিষয়টি ও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। প্রসঙ্গত যাদবপুর পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি একটি প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয় এসে পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, তাঁরা হোস্টেলের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ইউজিসি তরফ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বুধবারের মধ্যে এই ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

নিহত পড়ুয়ার নির্যাতনের ভিডিও ফোন থেকে মুছে ফেলেছে ধৃতেরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি— যাদবপুরকাণ্ডের তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই তদন্তকারীদের হাতে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। ধৃত ছাত্রদের জেরা করে আরও বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের মৃত ছাত্রের ডেইরির পাতায় তার নামে কে চিঠি লিখেছিল, তা জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। এছাড়াও নিহত পড়ুয়ার নির্যাতনের সময় রেকর্ডিং করা ভিডিও ফোন থেকে মুছে ফেলেছিল ধৃতেরা! পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দীপশেখর দত্ত জেরায় স্বীকার করে নিয়েছে যে, সেই ওই চিঠিটি লিখেছিল। পুলিসি জেরায় চিঠি লেখার কথা স্বীকার করেছেন তিনি। পাশাপাশি তদন্তকারীরা এ-ও জানতে পেরেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে র‍্যাগিংয়ের নামে সমস্ত ছাত্রকে হেনস্থা করার ভিডিয়ো রেকর্ড করে রাখা হত। সেক্ষেত্রে নিহত ছাত্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রথম বর্ষের ওই পড়ুয়াকে হেনস্থা করার সময়ও ফোনে ভিডিও শুট করে রেখেছিল কয়েকজন অভিযুক্ত। কিন্তু এই ঘটনায় ওই পড়ুয়ার মৃত্যুর পর শোরগোল শুরু হতেই, ভয়ে সেই ভিডিওগুলো ফোন থেকে মুছে ফেলে অভিযুক্তরা। এখন তদন্তকারীদের নজরে চলে এসেছে ধৃতদের ফোনও।

পুরুলিয়ার গাঁয়ের বধূ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী থেকে হলেন জেলা সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি— একসময় অজ পাড়া গাঁয়ের অতি সাধারণ গৃহবধূ ছিলেন তিনি। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসাবে কাজও করতেন। স্বামীর স্কুটি চেপে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যেতেন ওই বধূ। এমন এক ছাপোষা গৃহবধূর জীবন যাত্রা আমূল বদলে গেল। কারণ, এবার তিনি পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতির কুরসিতে বসলেন।

সোমবার থেকে তাঁর সঙ্গী একাধিক রক্ষী, এসকর্ট, বাংলো। ঝাঁ-চকচকে অফিস, গাড়ি। এদিন থেকে জীবনই পালটে গিয়েছে বছর চল্লিশের নিবেদিতা মাহাতোর। তাঁর দায়িত্ব এখন অনেক বেশি। সেজন্য তিনি শপথ গ্রহণের আগে সিদ্ধান্তও নিয়েছেন যে, গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর কাজকে অগ্রাধিকার দেবেন তিনি। পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লকের চাকলতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের পদুডি গ্রামের বাসিন্দা নিবেদিতাদেবী। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই দাঁন্দুডি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তাঁর কর্মস্থল। যা ওই গ্রাম থেকে মেরেকেটে তিন কিলোমিটার দূরে। সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এখনও ভবন হয়নি। সেকারণে দাঁন্দুডি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওই কেন্দ্র চলে।

তবে সাফল্যের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছতে কম কষ্ট করতে হয়নি তাঁকে। সকালে হেঁশেল সামলে ছুটতে হয়েছে শিশুদের পাঠদানের জন্য। করেছেন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও। এখানেই শেষ নয়, ঘরে ঘরে গিয়ে প্রসূতিদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়া থেকে শিশুদের পাতে পুষ্টিকর খাবার পড়ছে কিনা, সব দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে তাঁকে। আবার কোন শিশুর ওজন কমল, কেউ রক্তাল্পতায় ভুগছে না তো? এই সব খুঁটিয়ে দেখে প্রায় দু'ঘন্টা কেন্দ্রে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে পুনরায় সংসারের হাল ধরা। নিবেদিতাদেবীর একান্নবর্তী পরিবার। তাই কাজের চাপও বেশি। কিন্তু এত কিছু সামলে সভাধিপতির কুরসিতে বসা সহজ ছিল না-তাঁর। বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে। এমনকী, দু' দুবার পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সাধারণ সদস্য হওয়ার পরেও এবার চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় তাঁর নাম পর্যন্ত ছিল না।

কিন্তু হঠাৎই মোড় ঘুরে গেল। দলের নির্দেশেই মনোনয়ন জমা করলেন তিনি। পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লকের ৯ নম্বর আসনে তিনি মনোনয়ন জমা করলেও দলেরই এক জেলা নেতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যদিও শেষে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করে দু'বারের চেয়ে বেশি ৬১৯৫ ভোটে জয় হন নিবেদিতা। গতবারে তাঁর জয়ের মার্জিন ছিল প্রায় চার হাজার। এই জয়ের মার্জিন থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষেরও মন জিতেছেন তিনি। তা সত্বেও তিনি নির্লিপ্ত। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেন, 'অবিশ্বাস্য! অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী থেকে সভাধিপতি ভাবতেই পারছি না। মনে হচ্ছে কোনও ঘোরে নেই তো।'

অবশ্য প্রশাসনিক কাজে আনকোরা হলেও রাজনীতির আঙিনায় তিনি অনেকটাই দক্ষ। তাই কথাবার্তাও বেশ চৌখস। আর পাঁচটা রাজনীতিকদের মতোই। সেকারণেই কাজের অগ্রাধিকারের প্রশ্নে তিনি বলেন, ' এই খরা কবলিত জেলার পানীয় জলের সমস্যা মেটানোই এখন তাঁর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।'

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

দৈনিক স্টেটসম্যান

KOLKATA
Statesman House,
4, Chowringhee Square
Kolkata-700 001
Tel : (033) 48018471
Apurba Chakravarty,
M : 9830045650,
Uttarsarathi Guha Mojumder,
M : 9831528760
For Advertisement :
statesmandisplay@gmail.com
thestatesmanclassified@gmail.com
For Editorial :
journo71@gmail.com
DELHI
Statesman House,
148, Barakhamba Road,
New Delhi-110 001
Tel: (011) 2331 5911, 43043793
delhistatesman@gmail.com
Hiten Rathore
hiten.statesman@gmail.com
Mob: 9212192123
BHUBANESWAR
Plot 3A, Zone B, Sector A, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751010.
M-09438838880
statesmanbbsr@gmail.com
Delhistatesman@gmail.com

SILIGURI
Spencer Plaza
18/19, 1st Floor,
Burdwan Road
Above Vishal Mega Mart
Siliguri-734005, West Bengal
Ph.: 9832082429
Email: sil_statesman@yahoo.co.in
delhistatesman@gmail.com
HYDERABAD
The Statesman Limited
2nd Floor, UNI Building,
A.C. Guards, Hyderabad-500004,
Mob: 9866323009,9212192123
Email: delhistatesman@gmail.com
hyderabad@thestatesmangroup.com
MUMBAI
5, Kasturi Buildings, Jamshedji Tata Road,
Mumbai-400 020
M-8928682231, Tel : (022) 35775450
Email:
pallavi@thestatesman.com
delhistatesman@gmail.com
LUCKNOW
2/2, Butler Palace
Near Jopling Road)
Lucknow-226 001,
M-9212192123
Email: delhistatesman@gmail.com
RANCHI
Mobile : 8016603943
Email: delhistatesman@gmail.com
binodnarayansingh@yahoo.co.in

AIR-SURCHARGE; Kathmandu - Re. 2, Eastern Region - Re. 1
All other stations in India - Re. 1

পশ্চিম মেদিনীপুরে মাইতিতেই আস্থা রাখলেন মমতা-অভিষেক



নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ আগস্ট— সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন প্রতিভা মাইতি ও সহ-সভাধিপতি হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হলেন বিধায়ক অজিত মাইতি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোট ৬০টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা ৬০টি আসনেই জয়লাভ করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কোন প্রার্থী জয় লাভ করেনি। তাই বিরোধীশূন্য জেলা পরিষদ গঠিত হলো সোমবার। বিদায়ী জেলা পরিষদের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের বাসিন্দা, প্রতিভা মাইতি সদ্য সমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকের জেলা পরিষদের একটি আসন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয় লাভ করেছিলেন। বিদায়ী জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা গড়বেতার বিধায়ক উত্তরা সিংহ হাজরা কে ও দল এবার টিকিট দিয়েছিল। তিনিও জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু তাকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবার করা হয়নি। তিনি দশ বছরের সভাধিপতি ছিলেন। তবে উত্তরা সিংহ হাজরা কে জেলা পরিষদের সভাধিপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও তৃতীয়বারের জন্য সহ সভাধিপতি নির্বাচিত হয়েছেন পিংলার বিধায়ক তথা খড়গপুর ২ নম্বর ব্লক থেকে জেলা পরিষদের আসনে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য অজিত মাইতি। নবনির্বাচিত জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহসভাধিপতি কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান রাজ্যের মন্ত্রী ডোক্তার মানস ভুঁইয়া ও রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো। তৃণমূল কংগ্রেসের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজয় হাজরা বলেন দলের নির্দেশ মত সভাধিপতি ও সহসভাধিপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তারা জেলার উন্নয়নে মানুষের পাশে থেকে কাজ করবেন। তিনি নবনির্বাচিত সভাধিপতি ও সহসভাধিপতি কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি বলেন দল যে দায়িত্ব দিয়েছে তা নিষ্ঠা সহকারে দলের সকলকে নিয়ে পালন করার চেষ্টা করব। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উন্নয়নকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাংলার মানুষের উন্নয়নে কাজ করছেন সেই ভাবেই দলের নির্বাচিত জেলা পরিষদের সকল সদস্যকে নিয়ে দলের নেতৃত্বদের সাথে কথা বলে উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। এছাড়াও তিনি বলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উন্নয়নে আগামী দিনে কাজ করবেন। জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অজিত মাইতি বলেন তৃতীয়বারের জন্য দল আমাকে জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি করেছেন। তাই দলের নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানান। সেই সঙ্গে তিনি বলেন আগামী দিনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ কাজ করবে।

দিনপঞ্জিকা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা

২৯ শ্রাবণ ১৪৩০, ১৫ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৩। তিথি— (মলশ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষ) চতুর্দ্দশী দং ১৮/৩৬ দিবা ঘ. ১২/৪৩। নক্ষত্র—পুষ্যা দং ২১/৪৪ দিবা ঘ. ১/৫৯। অমৃতযোগ–দিবা ঘ. ৬/৫৮ গতে ১২/৫৮ মধ্যে রাত্রি ঘ. ৮/০ গতে ১০/২১ মধ্যে পুনঃ ১১/৫৫ গতে ১/৩০ মধ্যে পুনঃ ২/১৮ গতে ৩/৫২ মধ্যে। বারবেলা— ঘ. ৬/৪৩ গতে ৮/২২ মধ্যে পুনঃ ৩/১ গতে ৪/৪১ মধ্যে।

মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা

২৯ শ্রাবণ ১৪৩০, ১৫ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৩। তিথি—চতুর্দ্দশী দিবা ১২/১৮। নক্ষত্র—পুষ্যা দিবা ২/৪৫। অমৃতযোগ— দিবা ৯/৩১ গতে ৩/৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭/৫৪ গতে ১০/১৮ মধ্যে ও ১১/৫৩ গতে ও ১/২৯ মধ্যে ও ২/১৭ গতে ৩/৫৩ মধ্যে। কালবেলা— ৭/০ মধ্যে ১২/৫৮ গতে ২/২৮ মধ্যে ও ৩/৫৭ গতে ৫/২৭ মধ্যে।

ইসলামি পঞ্জিকা

২৯ শ্রাবণ ১৪৩০, ১৫ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৩। সূর্যোদয় ৫/১৬ সূর্যাস্ত ৬/৮। তিথি—চতুর্দ্দশী দিবা ১২/১৮। নক্ষত্র—পুষ্যা দিবা ২/৪৫। সেহরী শেষ/ফজর শুরু ৩/৪৮ ফজর শেষ ৫/১৩ জোহর ১১/৪১ আসর ৪/১৫ ইফতার/মাগরিব ৬/১৪ এশা ৭/২৮।

মঙ্গলকোটের পালিগ্রাম অঞ্চলের বারগ্রামে বাবা পঞ্চানন রূপে পূজিত মহাদেব

নিজস্ব সংবাদদাতা, মঙ্গলকোট, ১৪ আগস্ট— পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের পালিগ্রাম অঞ্চলের বারগ্রামে দেবাদিদেব মহাদেব বাবা পঞ্চানন রূপে পূজিত হন। বিংশ শতাব্দী প্রাচীন এই পুজো ঘিরে ইতিহাস ফুটে ওঠে। মঙ্গলকোটের উপর দিয়ে বয়ে গেছে অজয় নদী। অজয়ের তীরবর্তী গ্রাম হলো বারগ্রাম। শান্তি বিরাজের লক্ষ্যে গ্রামের সকলে মিলে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে বাবা শিবকে পঞ্চাননরূপে পুজো করে আসছে। শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার এবং শিবরাত্রি উপলক্ষে ঘটা করে অনুষ্ঠানে আয়োজন করে গ্রামবাসীরা। প্রতিদিন শতাধিক গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে পঞ্চানন তলায় হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল থেকেই বারগ্রামে এক উৎসবের ছবি ধরা পড়ে। গ্রাম সহ ভিন্ন গ্রামের পূর্ণার্থীদের উপস্থিতিতে সমগ্র গ্রাম পরিক্রমা করার পর বাবা পঞ্চানন তলায় পুজোর আয়োজন করা হয়। কথিত আছে পবিত্র মন নিয়ে কেউ যদি বাবার কাছে প্রার্থনা করেন তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। দীর্ঘদিন ধরে সেই রীতিকে বজায় রেখে গ্রামের সকলের পূর্ণ সহযোগিতায় মহাদিদেব শিবের অনুষ্ঠানে এক আরম্বরতা ফুটে ওঠে। উপস্থিত প্রায় চার হাজার পূর্ণার্থীদের জন্য বাবা পঞ্চানন কমিটির সদস্যরা অন্নভোগের আয়োজন করে।

বাবা পঞ্চানন কমিটির সদস্য রামপ্রসাদ বৈরাগ্য, দিলীপ মন্ডল, হরিচরণ খা প্রমুখরা বলেন, বাপ-দাদার আমল থেকে আমরা এই পুজো দেখে আসছি। সময়ের পরিবর্তনে পুজোতে জাঁকজমক এলেও আচার নিষ্ঠায় কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রতিবছর গ্রামের সকলের একত্রে মিলিত হয়ে আমরা এই অনুষ্ঠান করে থাকি। সকলের পূর্ণ সহযোগিতায় আমাদের এই অনুষ্ঠান এক নতুন রূপ নিয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরেই আমরা অন্নভোগের আয়োজন করে আসছি।

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার এক

গোপেশ মাহাত

ঝাড়গ্রাম, ১৪ আগস্ট— অভিনয়ে সুযোগ করে দেওয়ার নাম করে ধাপে ধাপে টাকা নিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম উত্তম বেরা। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডিপুর থানার বড়ঘুনি কোটবার এলাকায়। পুলিশ অভিযুক্তকে সিনেমার কয়দায় পূর্বপরিল্পিত ভাবে জাল পেতে ধরে। টাকা নেওয়ার সময় পুলিশ হাতে না হাতে পাকরাও করে। এদিন রবিবার অভিযুক্তকে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ১২ আগস্ট বেলপাহাড়ি থানার ওড়লি গ্রামের বাসিন্দা শিশির মাহাতো বেলপাহাড়ি থানায় একটি প্রতারনার মামলা রুজু করেন। শিশির বাবু অভিযোগে জানিয়েছেন ২৯ জুলাই বেলপাহাড়ির কাকড়াঝোড় মোড়ে এমকে মুভিস এন্ড এভি ফিলমস নামে একটি সংস্থা ইন্ডিয়ান ডানসিং স্টার ধরনের একটি নাচের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। সেই প্রতিযোগিতায় শিশির বাবুর মেয়ে সহ আরো অনেকে যোগদান করেছিল। তার মেয়ে পরবর্তি ধাপের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। ওই প্রতিযোগিতার পরে অভিযোগ মেসেবা আলি ওরফে মুন্না ভাই নামে এক ব্যক্তি নিজেকে ওই ডাম্স সোর ডিরেক্টর পরিচয় দিয়ে শিশির বাবুর মেয়েকে মডলিং এবং অভিনয়ের সুযোগ করে দেবে এবং পরবর্তি শুটিং এর কথা বলে ফোন পের মাধ্যমে প্রথমে চল্লিশ হাজার টাকা নেয়। এরপর ৪ আগস্ট পূর্ব মেদিনীপুরের ভোগা নামে একটি জায়গায় মুন্না ভাই শিশির বাবুকে ডেকে পাঠান এবং কলকাতায় শুটিং আছে বলে ৬০ হাজার টাকা নেয়। এবং পরবর্তিতে অভিনয় ও মডেলিং এর জন্য দুলক্ষ টাকা দাবি করে। অভিযুক্ত মুন্না ভাই যাতে সন্দেহ না হয় সেই জন্য একটি স্ট্যাম্প পেপার দেয় শিশিরবাবুকে। এবং বারো আগস্ট ঝাড়গ্রামে দাবি মতো দু লক্ষ টাকা নিয়ে যেতে বলেন। ইতিমধ্যে অভিনয়ে সুযোগ করে দেওয়ার নাম তাকে প্রতারণা করা হচ্ছে এটি বুঝতে পেরে পুলিশকে খবর দেন শিশির বাবু। এরপর পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ঝাড়গ্রামে এলে একটি গাড়ি করে পূর্ব মেদিনীপুরের উত্তম বেরা আসে। আগের থেকেই পুলিশ সাদা পোশাকে ছিল। টাকা নেওয়ার আগেই পুলিশ তাকে ধরে ফলে। পুলিশ জানিয়েছে মূল অভিযুক্ত মুন্না ভাইকে ধরতে অভিযান চালালেও সে পলাতক। এই চক্রের সাথে আরো কেউ জড়িত কিনা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই বিষয়ে বেলপাহাড়ির এসডিপিও উত্তম গড়াই বলেন অভিনয়, মডলিং এ সুযোগ করে নাম করে প্রতারনার অভিযোগে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে। মূল অভিযুক্ত ফেরার। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগেও এই ধরনের প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।

মেদিনীপুর শহরে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা প্রচার ও মশারি বিতরণ



নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ আগস্ট— রবিবার মেদিনীপুর শহরের বটতলা চক এলাকায় সমাজসেবি সংগঠন হেল্পিং হ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করার পাশাপাশি ওই এলাকার ১০০টি পরিবারের হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে মশারি তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শিক্ষক বিবেকানন্দ চক্রবর্তী, সমাজসেবী গোপাল সাহা ও রাহুল কোলে, সোসাইটির অন্যতম সদস্য রুমা মন্ডল, সুদীপ্ত দে, গৌরী প্রতিহার, অরুণ প্রতিহার সহ অন্যান্যরা। ওই সোসাইটির পক্ষ থেকে মেদিনীপুর শহরের বটতলা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন হওয়ার আবেদন জানানো হয়। বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জানানো হয়। সেই সঙ্গে জমা জল দ্রুত সরিয়ে ফেলার জন্য প্রতিটি বাড়ির সদস্যদের তারা জানান। সেই সঙ্গে কারো জ্বর হলে দ্রুত তাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য জানানো হয়। ওই সোসাইটির পক্ষ থেকে আরো জানানো হয় যে ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না, সচেতন হলে ডেঙ্গু থাবা বসাতে পারবেনা। ওই এলাকার দরিদ্র পরিবারের ১০০ জনের হাতে ওই সোসাইটির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলেই মশারি তুলে দেন। সোসাইটির পক্ষ থেকে আরো জানানো হয় যে রাতে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করবেন, মশারি ছাড়া কেউ রাতে ঘুমাবেন না। সমাজসেবি গোপাল সাহা বলেন ওই সোসাইটির উদ্যোগ অতি প্রশংসনীয়। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে এই সংগঠন সারা বছর ধরে সমাজ সেবামূলক কাজ করে। তাই করোনার সময় যেমন মানুষের পাশে ওই সোসাইটি দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে তারা রাস্তায় নেমেছে। শুধু বটতলা চক এলাকায় নয় মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ওই সংগঠনের সদস্যরা গিয়ে মানুষকে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন করেন।



সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কলকাতা জোন স্বাধীনতার নায়কদের স্মরণে সোমবার দেশভাগের বিভীষিকার ওপর এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার অজয়কুমার সিং এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীতের পর শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ব্যাঙ্কের বিভিন্ন পদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে।

হবিবপুর সরস্বতী বিদ্যামন্দির হাইস্কুলে নানান কর্মসূচির মাধ্যমে কন্যাশ্রী দিবস পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ আগস্ট— ছাত্রীদের সার্বিক কল্যানের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প শুরু হয় ২০১৩ সাল থেকে, যা আজও সচল। সারা রাজ্যে ১৪ আগস্ট দিনটি পালিত হয় কন্যাশ্রী দিবস হিসেবে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার হবিবপুর সরস্বতী বিদ্যামন্দির হাইস্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক) কন্যাশ্রী প্রকল্পকে সামনে রেখে সোমবার তথা ১৪ আগস্ট ২০২৩ দুপুরে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করে। শোভাযাত্রায় ছাত্রীরা তাদের সবুজসাথী সাইকেল নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। তাদের হাতে ছিল কন্যাশ্রী প্রকল্পের নানা পোস্টার, ব্যানার। শোভাযাত্রা শেষে এক আলোচনাসভারও আয়োজন করা হয়। সভার সূচনা সংগীত পরিবেশন করেন শিক্ষিকা বনশ্রী পড়িয়া ও স্বাতী মণ্ডল। কন্যাশ্রী ক্লাবের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মালা মজুমদার ও কন্যাশ্রী ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা পাপিয়া সরকার। ছাত্রছাত্রীদের শরীর, মন ও স্বাস্থ্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তৃণা মণ্ডল ও শ্রীমা দেবী করণ।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কন্যাশ্রী প্রকল্প বিষয়ে পোস্টার নির্মানে অংশ নেয়। ছাত্রীরা রচনা করে কন্যাশ্রী বিষয়ক ছড়া ও আঁকে প্রাসঙ্গিক চিত্র।

উল্লেখ্য, এই কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হওয়ার পরে বিশেষ করে ছাত্রীদের স্কুলছুটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। গত দশ বছর ধরে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন ৮১ লাখ ১৮ হাজার ৩৪৫ জন ছাত্রী। এই অর্থবর্ষে কন্যাশ্রী প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে খরচ করা হয়েছে ১৬ হাজার কোটি টাকা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মালা মজুমদার জানান, সরকারি এই কন্যাশ্রী প্রকল্পের ইতিবাচক দিকগুলো আমরা তুলে ধরতে চাইছি, যাতে ছাত্রীরা স্বনির্ভর হতে পারে।

মুর্শিদাবাদে পঞ্চায়েত সমিতি দখলের পরে তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১৪ আগস্ট— বোর্ড গঠনের পরে তৃণণূল কংগ্রেসের কার্যালয় সহ একাধিক তৃণমূলের সমর্থকদের দোকান, বাড়ি, ভাঙচুর, যথেচ্ছ লুঠপাট, পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি ইত্যাদি ঘটনা ঘটানোর অভিযোগে পুলিশ ১৮ জন সিপিএম এবং কংগ্রেস কর্মী-সমর্থককে গ্রেফতার করল। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার বিভিন্ন গ্রামে। রানিনগর ২ পঞ্চায়েত সমিতিতে শনিবার ছিল বোর্ড গঠনের দিন। ২৭ আসন বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েত সমিতির ১৪টিতে জয়ী হয়েছিল সিপিএম-কংগ্রেসের প্রার্থীরা। বাকি ১৩টি আসনে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। স্বভাবতই বোর্ড গঠন করে বাম-কংগ্রেস জোট। এদিন অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী ১৩টি সদস্য বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি। এদিকে বোর্ড গঠনের পরে প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী-সমর্থক মিছিল বের করে। রানিনগর থানার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে মিছিলটি যায়। আর এই মিছিল থেকে বেছে বেছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি, দোকানঘরে ভাঙচুর করে লুঠপাট চালানো হয়। দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দখলের চেষ্টা করা হয়। পুলিশ বাধা দিতে এলে, পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি করে কংগ্রেস-সিপিএমের কর্মীরা। রানিনগর থানার ধর্মতলা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক এক কাপড় ব্যবসায়ীর দোকানে হামলা চালায় কংগ্রেস ও সিপিএমের সমর্থকরা। দোকান ভাঙচুর করে প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে বলে জানান দোকানমালিক বীরলাল হোসেন। এই ঘটনায় দফায় দফায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় রানিনগর থানা এলাকায়। এদিকে এই হামলাকারীদের মধ্যে ১৮ জনকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার তাদের লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করে পুলিশ।

কংগ্রেস-সিপিএমের এই হামলার জবাব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিকভাবেই দেওয়া হবে বলে জানান তৃণমূল কংগ্রেসের রানিনগর ২ ব্লক সভাপতি শাহ আলম সরকার। তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে আমরা মাত্র একটি আসন কম পেয়েছিলাম। আমরা যদি মনে করতাম, তাহলে বাম-কংগ্রেসের জয়ী সদস্যদের আমাদের দলে নিয়ে বোর্ড গঠন করতে পারতাম। কিন্তু সেই রাস্তায় আমরা যাইনি। মানুষের রায় আমরা মাথা পেতে নিয়েছি। কারণ আমরা জানি, বাম-কংগ্রেসের অশুভ জোটের বোর্ড পঞ্চায়েত সমিতি চালাতে পারবে না। মানুষকে সঠিক পরিষেবা তারা দিতে পারবে না। কারণ সেই অভিজ্ঞতাই তাদের নেই। ফলে বোর্ড গঠনের জন্য আমরা অসাধু উপায় অবলম্বন করিনি। বোর্ড গঠনের দিন আমরা অনুপস্থিত ছিলাম। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? বোর্ড গঠনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শতাধিক দুষ্কৃতিদের সঙ্গে নিয়ে সিপিএম এবং কংগ্রেস মিছিল করল। সেই মিছিল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের অসংখ্য বাড়ি ভাঙচুর করা হল। দোকানে ভাঙচুর করে লুঠপাট করা হল। আমাদের দলের কার্যালয় ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা প্রতিরোধ করতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করিনি। কারণ পুলিশ প্রশাসনের উপর আমাদের ভরসা রয়েছে। আর ওদের ওই হামলার জবাব রাজনৈতিকভাবে আমরা দেবো। অপেক্ষা করুন।'

নাড্ডার অনুরোধেও সাংগঠনিক সভায় 'ভাষণ' দিলেন না দিলীপ ঘোষ!

নিজস্ব প্রতিনিধি— রবিবার দলের বিধায়ক-সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা। আর সেই আসরে বক্তব্য রাখার ডাক সটান ফিরিয়ে দিলেন প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যে ঘটনা নিয়ে প্রবল আলোড়ন রাজ্য বিজেপির অভ্যন্তরে। রবিবার নিজের হোটেলে দলের সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন নাড্ডা। সেখানে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পর বক্তব্য রাখেন নাড্ডা। সংগঠন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয়, এলাকার মানুষের সঙ্গে নিরন্তর জনসংযোগ, মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে লাগাতার আন্দোলন ও জনমানসে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরির উপর জোর দিতে বলেন তিনি। এরপরই উপস্থিত সাংসদ ও বিধায়কদের কাছে তাঁদের সমস্যার কথা শুনতে চান নাড্ডা। সূত্রের খবর, উপস্থিত ১২-১৪ জন জনপ্রতিনিধি নিজেদের কথা সর্বভারতীয় সভাপতিকে জানালেও ভাষণ দিতে অস্বীকার করে মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ। এ প্রসঙ্গে দিলীপের বক্তব্য, এখানে বলার অনেক লোক আছেন! তাঁরাই বরং বলুন। দলীয় সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ছেঁটে ফেলার পর থেকেই দলের সঙ্গে নিজের দূরত্ব বাড়াচ্ছেন ক্ষুব্ধ দিলীপ। প্রকাশ্যে বা দলের অভ্যন্তরে মুখ খোলা বন্ধ রেখেছেন। এর জন্য তাঁর ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়ে ধোঁয়াশাও তৈরি হয়েছে একাংশের। অবশ্য এদিনই শুধু নয়। বিজেপির অন্দরে একের পর এক ক্ষোভ-বিক্ষোভ, বেনজির গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এসে পড়েছে নাড্ডার এবারের সফরে। অভিযোগ, প্রথম দিন গত শনিবারই বিমানবন্দরে দলের সর্বভারতীয় সভাপতিকে স্বাগত জানাতে গিয়ে যথাযথ সম্মান জোটেনি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। যে গোঁসা থেকে রাতের গুরুত্বপূর্ণ কোর কমিটির বৈঠকে অনুপস্থিত থেকেছেন তিনি। তার আগে সায়েন্স সিটির ভরা প্রেক্ষাগৃহে নিজের বুথে জিততে না পারার জন্য নাম না করে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে উদ্দেশ্য করে প্রকাশ্যে কটাক্ষও করতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। যদিও বিজেপির এই ক্ষোভ-বিক্ষোভ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে গুরুত্ব দিচ্ছে না তৃণমূল। এই বিষয়ে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'ওই বৈঠককে গোষ্ঠীবাজির বৈঠক বলাই ভাল। ওটা নব্য আর আদি বিজেপির সার্কাস। ওই শোকসভা নিয়ে কিছু বলতে চাই না।' লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করাতে দু'দিনের সফরে কলকাতায় এসেছিলেন নাড্ডা। শনি ও রবিবার পঞ্চায়েত রাজ সম্মেলন ছাড়াও দু'বার কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। রবিবার সকালে সাংগঠনের হাল জানতে ও পথনির্দেশ দিতে দলের বিধায়ক-সাংসদদের সঙ্গেও বসেছেন। কিন্তু গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তাল কেটেছে সব আসরেই। সেজন্য কপালে গভীর ভাঁজ নিয়েই দিল্লি ফিরতে হয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিকে। এর আগে নাড্ডার সফরের শুরুতেই ক্ষোভ দেখা গেছে শুভেন্দুর মুখেও। শনিবার সায়েন্স সিটির প্রকাশ্য সমাবেশে পঞ্চায়েতে জয়ী প্রার্থীদের উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'একটা কথা শুধু বলব। নিজের এলাকায় সংগঠন শক্তিশালী করুন। নিজের এলাকা নিজেকে রাখতে হবে। মঞ্চে ভাষণ দিয়ে বড় বড় কথা বলবে? হবে না! চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। নিজের বুথ জিততে হবে। নিজের এলাকা জিততে হবে। নিজের অ্যাসেম্বলি জিততে হবে। নিজের জেলা জিততে হবে। তার পর গিয়ে ভাষণ দিতে হবে।' বিরোধী দলনেতা যখন এই কথা বলছেন, তখন মঞ্চে নাড্ডা ছাড়াও উপস্থিত রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এবারের পঞ্চায়েতে বালুরঘাটে নিজের বুথ ও এলাকায় গোহারা হেরেছে বিজেপি। দলীয় সূত্রে ব্যাখ্যা, শুভেন্দুর এই মন্তব্য আসলে সুকান্তকে উদ্দেশ্য করেই। সেদিন রাতেই রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসে ছিলেন নাড্ডা। কিন্তু বিমানবন্দরে অসম্মানিত হওয়ার ক্ষোভে সেই বৈঠক এড়িয়ে কাঁথি চলে যান শুভেন্দু। দলের একটি সূত্রের দাবি, পরে নাড্ডার নির্দেশে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পাণ্ডে ফোন করে বিরোধী দলনেতাকে ফোন করেন। তারপরই রবিবার দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি। তারপর এইসব ঘটনা ঘটে সভায়।

কবি ও সাংবাদিক অশোক দে প্রয়াত



নিজস্ব প্রতিনিধি— সংস্কৃতি-অন্ত প্রাণ কবি ও সাংবাদিক অশোক দে ১৩ আগস্ট, রবিবার রাতে লেক টাউনে এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

গত চল্লিশ বছরে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে নানান ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিবেদন লিখতেন। সাহিত্য, সংগীত ছাড়াও নাটক, চিত্রকলা এবং বিশেষভাবে লোকসংস্কৃতি বিষয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল। বাউলদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আকর্ষণ।

নিজের অন্তরেও সম্ভবত তিনি লালন করতেন এক বাউল সত্তাকে। তাই চাওয়া-পাওয়াহীন এক ধরনের অনাদরে অবহেলায় বইয়ে দিয়েছিলেন নিজের জীবনপ্রবাহকে।

গত বছর বইমেলায় 'হা হা স্রোতস্বনী' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রশংসিত হয়েছিল। কয়েক মাস আগে প্রখ্যাত তবলিয়া রাধাকান্ত নন্দীকে নিয়ে 'তবলার জাদুকর' নামে তাঁর একটি ছোট বই প্রকাশিত হয়েছে।

সংস্কৃতি ও শেকড়ের টানে মাত্র দু-মাস আগেই তিনি বাংলাদেশ সফর করে এসেছেন। 'যুগন্ধর' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সহ-সম্পাদক হিসেবে। এমন নিরহংকার, সহজ-সরল এবং একই সঙ্গে প্রগতিশীল ও আধুনিক মনের কবি ও সাংবাদিক অশোক দে-র প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশেও তাঁর পরিচিত সংস্কৃতি মহলে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।



খড়দহে ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির নব নির্বাচিত সভাপতি ও সহসভাপতির সঙ্গে খড়দহের বিধায়ক ও রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক।

প্রেমিকার মোবাইলে ভিডিও, আত্মঘাতী প্রেমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ আগস্ট— প্রেমিকাকে ফেসবুক মেসেঞ্জারে ভিডিও পাঠিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানার শ্বাসপুর দিঘির পাড় এলাকায়। মৃত ওই যুবকের নাম সুব্রত বিশ্বাস। মৃত ওই যুবক এর পরিবারের তরফে জানা গেছে, কাঁচরাপাড়া এলাকার একটি মেয়ের সাথে প্রণয় ঘটিত সম্পর্ক ছিল সুব্রত বিশ্বাসের। মেয়েটির বাড়িতে যাতায়াত ছিল সুব্রতর।

বারাসাত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে নবনির্বাচিত সভাপতি ও সহ সভাপতি

প্রশান্ত দাস, বারাসাত, ১৪ আগস্ট — উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে সোমবার বোর্ড গঠন সম্পূর্ণ হলো। কাশিমপুর, দত্তপুকুর ১ ও ২, পশ্চিম ও পূর্ব খিলকাপুর, ইছাপুর নীলগঞ্জ, ছোট জাগুলিয়া, কোটরা, কদম্বগাছি এই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনে তৃণমূলের নবনির্বাচিত সভাপতি হন হালিমা বিবি ও সহ-সভাপতি হন গিয়াস উদ্দিন মন্ডল (বাবলু)। নির্বাচিত সদস্যদের এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয় দলের তরফে। নবনির্বাচিত সভাপতি হালিমা বিবি জানান, সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর দায়িত্ব অনেকটাই বেড়ে গেল।



তবে তৃণমূল কংগ্রেসের সকল কর্মীরা আমরা একসঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করবো। হালিমা বিবির কথায়, প্রথম কাজ আমি এলাকার উন্নয়নে যা করবো, তা হলো ডেঙ্গু সচেতনতা। সাম্প্রতিককালে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত জেলা জুড়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি আমার এলাকায় কীভাবে ডেঙ্গু সংক্রমণ আটকাবো সেইদিকে প্রথম আমার নজর থাকবে।

অন্যদিকে, সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মন্ডল (বাবলু) জানান, বারাসাত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে মানুষ ভরসা করেছে আবারও। এই ভরসা তাদেরকে কাজের মাধ্যমে আমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। রাজ্যের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা সকলের সমন্বয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করবো।

ভর সন্ধ্যায় গুলি করে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ আগস্ট— রবিবার ভর সন্ধ্যায় গুলি করে খুন করা হল এক ইট ভাটার মালিককে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের রাজুর গ্রামে। মৃতের নাম বটুক মির্জা (৫৫)। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ইটভাটার অফিস থেকে সন্ধ্যেবেলায় হাঁটতে বেরিয়েছিলেন ইটভাটার মালিক বটু মির্জা। ভাটার কিছুটা দুরেই দুটি মটর বাইক করে চারজন ব্যক্তি এসে খুব কাছ থেকে তাকে গুলি করে। দুষ্কৃতীরা মাথায় হেলমেট পড়েছিল এবং মুখ ঢাকা ছিল বলে জানা যাচ্ছে। এরপরই তারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। বুকের ডানদিকে গুলি লাগে ওই ভাটা মালিকের।

DAINIK STATESMAN দৈনিক স্টেটসম্যান
২৯ শ্রাবণ ১৪৩০ বর্ষ ২০ সংখ্যা ৪৯

মোদি-মমতার বাক্যবাণ

এবার দারুণভাবে জমে উঠেছে মোদি-মমতা দ্বৈরথ। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বার বার দরবার করেও কোনও ফল না হওয়াতে তিনি মোদির বিরুদ্ধে সরাসরি নানা অনৈতিক কাজের অভিযোগ এনেছেন। তিনি ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশের গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার অভিযোগও তুলেছেন।

এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও প্রায় ক্ষেপে উঠে তৃণমূল সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিশেষভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে হিংসার খেলা হয়েছে, তার কথা উল্লেখ করে বললেন, 'রাজ্যের ভোটে তৃণমূল রক্তের খেলা খেলেছে--- যা দেখেছে সারা দেশ। ভোটে গুণ্ডা ভাড়া করা হয়েছে। কীভাবে কোন কোন বুথ দখল করা হবে, তা আগাম ঠিক করে ফেলা হয়েছে। তারাই ব্যালট নিয়ে পালিয়েছে। ছাপ্পা ভোট দেদার হয়েছে। ভোটের সময়ই তোলাবাজদের দল ছাপ্পা ভোটের দল হয়ে যায়।'

প্রধানমন্ত্রীকে যোগ্য উত্তর দিয়েছেন মমতাও। বাংলায় হিংসার কথা বলার আগে গত তিনমাস হল মণিপুর নিয়ে কী হয়েছে, তার জবাব দিন। মুখ্যনির্বাচন কমিশনারের প্যানেল থেকে প্রধান বিচারপতির মতো ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে, একজন মন্ত্রীকে ওই পদে নিয়োগ করেছেন, লজ্জা করে না? আপনি (প্রধানমন্ত্রী) ইভিএম দখল (হাইজ্যাক করবেন? বহু দুর্নীতি আপনাকে ঘিরে রেখেছে।' মোদি মমতার ডায়লগ সারা দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক মহল বলেছে এবার দুইয়ের (প্রধানমন্ত্রী-মমতা) ফাটল আরও বেড়ে গেল। রাজ্যের প্রাপ্য আদায় নিয়ে শেষ পর্যন্ত আন্দোলনেও নেমেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্প্রতি বিজেপির পূর্বাঞ্চলীয় পঞ্চায়েতিরাজ সম্মেলনে এ রাজ্যে সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা, সংঘর্ষ, রক্তক্ষয় ও নিরীহ মানুষ ও ভোটদাতাদের মৃত্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করান তৃণমূল সরকারকে। হাওড়ায় অনুষ্ঠিত এই সভায় ভাটুয়ায় বক্তৃতায় তিনি বলেন, এই ভোটে গুণ্ডা ভাড়া করা হয়েছিল। তারাই ভোট লুঠ করেছে। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের এই নির্বাচনে হিংসার মাতামাতির কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। এভাবে গণতন্ত্রের চরম ক্ষতি সাধিত হয়।

জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের চারদিকে দুর্নীতি--- চরম দুর্নীতির মধ্যে মোদি তাঁর সরকার চালাচ্ছেন। দেশের মানুষ তাঁকে ক্ষমা করবেন না। এর পরিণাম ভয়াবহ হয়ে দেখা যাবে আগামী লোকসভা নির্বাচনে। নোটবন্দি থেকে আরম্ভ করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি, দেশের মানুষকে চরম দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে রেখেছে। তার ওপর ভারতে ভয়াবহ বেকার সমস্যা, ভারী শিল্পের প্রসার নেই বলে কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী একদিন মণিপুরের অশান্ত পরিস্থিতি নিয়ে মুখ বন্ধ করেছিলেন। অবশেষে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর তিনি মুখ খুললেন। লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই রাজ্যের বিজেপি কর্মীরা দলের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। তারা তৃণমূল কর্মীদের নানা বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন, তার ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। রাজ্যের পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েও বিজেপি কর্মীরা কাজ করছেন, তার প্রশংসা করেন মোদি।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরই রাজ্যের তৃণমূল নেতারা সুর চড়ান। তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা, মন্ত্রীরা কঠোর ভাষায় প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করেন। রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখে, রাজ্যের মানুষকে দুর্দশার মধ্যে রেখেছেন। এর জবাব মানুষ ঠিকসময়েই দেবে আগামী লোকসভা নির্বাচনে। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেছেন, সন্ত্রাস করেছে বিজেপিই। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, স্বাধীনতা দিবসে শেষ বারের মতো পতাকা তুলবেন মোদি। তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য তারপরও ছেড়ে দেননি। তিনি অভিযোগ করেন, ত্রিপুরায় ৯৩ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ৪০ শতাংশ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়নি কেন তার জবাব দিন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনি বাংলার মেধা শক্তিকে ভয় পান। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনীষীদের ভয় পান। এইদিন সম্মেলন শেষে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা। তিনি বলেন, এ রাজ্যে জঙ্গলরাজ চলছে। মানুষ সুবিচার পাচ্ছেন না। তাঁর প্রশ্ন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫৬ জনের বেশি মানুষ খুন হয়েছেন--- এখানে যে কোনও নির্বাচন হলেই হিংসা ছড়ায়। মানুষ নির্বিবাদে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন না।

এখন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর দ্বৈরথ যে পর্যায়ে উঠল, তাতে প্রশাসনিক কর্তারা চিন্তিত। কেন্দ্র ও রাজ্যের সুস্পষ্ট আরও তিক্ত হল। অবিজেপি ২৬ দল জোট বেঁধেছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র-রাজ্য লড়াই আরও বৃদ্ধি পাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রাজ্যের দাবিদাওয়া নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আরও দর কষাকষি চলবে। সুতরাং অবিজেপি জোট যদি ঠিক পথে চলে, তাহলে মোদি সরকারের ভাগ্যে কী ঘটবে তা বলা কঠিন।

The Statesman শতবর্ষ আগে

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

কনস্টেবল হত্যার মামলা

কলকাতা পুলিশ বাহিনীর এক কনস্টেবলকে ছুরি মেরে খুন করার জন্য অপর কনস্টেবল মোতিরাম পাণ্ডেকে সম্প্রতি শিয়ালদার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছিল। রামযতন দুবে নামে এক কনস্টেবলকে ছুরি মেরেছিল মোতিরাম। রামযতন ও মোতিরামকে একসঙ্গে বেলেঘাটায় দেখা গিয়েছিল। সেখানে কোনও কাজে গিয়েছিল তারা। রামযতন একটি পুকুরের ধারে অপেক্ষা করছিল আর মোতিরাম একটি বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। কয়েক মিনিট পরে মোতিরাম বাড়িটি থেকে বেরিয়ে আসে এবং রামযতনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। দু'জনের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। ঝগড়ার সময় মোতিরাম একটি বড় ছুরি বার করে রামযতনের গলায় বসিয়ে দেয়।

বন্দরে গণ্ডগোল

বন্দর শিল্পক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা দেওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। বিক্ষোভের কারণ আর্থিক বলে পাইওনিয়রের প্রতিবেদক জানিয়েছেন। সুয়েজ ক্যানেল দিয়ে জাহাজ পারাপারকারী শ্রমিকরা তাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে কাজ বন্ধ করে দেয় বলে খবর। কিন্তু বলশেভিক প্রতিনিধিরাই এব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে বলে সন্দেহ। তারা কোম্পানির শ্রমিকদের বিক্ষোভে শামিল হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। কারণ শ্রমিকদের সম্প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে মজুরি বৃদ্ধি করা হয়, তাই তাদের তরফে বিক্ষোভে শামিল হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তবে সুয়েজ ক্যানেল দিয়ে জাহাজ চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার মতলব করা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। সংশ্লিষ্ট বন্দর এলাকায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠান

সম্প্রতি দিল্লিতে এক রাতে একটি অনুষ্ঠানে কুরিপমের রাজা বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন যাদের মধ্যে ছিলেন পরিষদের অর্থনীতি বিষয়ক সদস্য স্যার উইলিয়াম মেয়ার এবং শিক্ষামন্ত্রী স্যার শঙ্কারাম নায়ার। বিশিষ্ট অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন স্যার রেজিনাল্ড ক্রাডক, মি. লোনডেস, মি. হুইলার, স্যার রবার্ট গিলান, মি. রাসেল, স্যার গঙ্গাধর চিটনবিস, সি এইচ হ্যারিসন, মি. দাদাভয়, মীর আসাদ আলি খান, স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরোল, মি. শার্প, পীরপুরের রাজা, কর্নেল গুর্ডন, মি. জেমস ওয়াকার এবং এম এস দাস।

বোম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন

বোম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের একটি মিটিংয়ে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে বোম্বের হাতে সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেবার পক্ষে। মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেছেন স্যার চার্লস অলি ভ্যান্ট। তিনি বলেছেন, বোর্ড মনে করে হস্তান্তরের ফলে কোম্পানির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। অন্যদিকে, হস্তান্তরের প্রস্তাব করে মি. টার্নার বলেছেন, এই ব্যবস্থার ফলে শুধুমাত্র আয় করেই ১৭০০০ পাউন্ড বাঁচবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্লান্ত সৈনিক সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী (১৯০৪-২০০৬)

সৈয়দ হাসমত জালাল

১৯২১ সাল। গান্ধিজি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ডাক দিয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনের। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা গোবিন্দ সুন্দরী বিদ্যাপীঠ স্কুলের বেশ কয়েকজন ছাত্রও ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে। সেসময় কলকাতা থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, মৌলানা আহমদ আলী বেলডাঙায় এক বিশাল জনসমাবেশে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা করতে আসেন। তাঁদের সেই অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা শুনে প্রবল উত্তেজিত হয়ে ওঠে গোবিন্দ সুন্দরী বিদ্যাপীঠের ছাত্ররাও। পরদিন এক বিশাল জমায়েতে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, ব্রিটিশের গোলাম তৈরির কারখানা স্কুলে তারা আর যাবে না। এরপর অধিকাংশ ছাত্রই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল।

ওই ছাত্ররা তখন তাদের নাম লিখিয়েছে জাতীয় কংগ্রেসে। শুরু করেছে বিদেশি কাপড় পোড়ানো, মদ-গাঁজার দোকান ভাঙচুর বা পিকেটিংয়ের মতো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে। একদিন তাদের মধ্যেই একজন ছাত্র তার সহপাঠীদের নিয়ে এক মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর দোকান থেকে কিছু বিলিতি কাপড় তুলে নিয়ে এসে প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ওই ব্যবসায়ী থানায় গিয়ে ডায়েরি করতেই পুলিশ এসে ছ'জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। কিন্তু পাঁচজন ছাত্রকে তাদের অভিভাবকেরা বন্ড লিখে দিয়ে মুক্ত করে নিয়ে যান। কিন্তু যে ছাত্রটি ওই কাণ্ডের মূল হোতা, সে কিছুতেই বন্ড লিখে দিতে সম্মত হলো না। ফলে তাকে তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

এই ছাত্রটির নাম সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী। সাজাপ্রাপ্ত ফেরদৌসীকে প্রথম এক মাস বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে এবং তারপর দু-মাস কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হলো। এ বিষয়ে সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী ১৯৯৫ সালের শারদীয় 'কান্দী বান্ধব' পত্রিকায় 'আমার স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবনের কিছু স্মৃতিচারণ' শীর্ষক একটি রচনায় বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

কলকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকার সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মতো জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে তাঁর।

তিন মাস কারাবাসকালে ওইসব মহান নেতৃবৃন্দের দ্বারা তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে পুরোপুরি ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। জেল থেকে ফিরে এসে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার নিজের গ্রাম খোশবাসপুর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম গোকর্ণ, চাটরা প্রভৃতি এলাকার প্রচুর সমবয়সী তরুণকে পাশে পেয়ে যান। তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছোট ছোট সভা ও সংগঠন করে যেতে থাকেন।

মূলত তাঁরই উদ্যোগে গোকর্ণ গ্রামে একটি প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয়, যার সম্পাদক করা হয় ফেরদৌসীর বন্ধু গোকর্ণ গ্রামেরই জগদ্বন্ধু দাশকে আর সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় চাটরা গ্রামের মিয়া মস্‌উদ্‌ উর রহমানকে।

এই কমিটির পরিচালনায় গোকর্ণে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় ফেরদৌসীর আহ্বানে বহরমপুর থেকে জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ওই সভায় এসে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা দেন ফেরদৌসীও। ফেরদৌসী তাঁর বাগ্মিতার ও সাহসিকতার গুণে সকলের কাছেই গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিলেন। এই সভার ফলে ওই বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী চিন্তাধারা তৈরি হতে থাকে এবং প্রবল সাড়া পড়ে যায়। ফেরদৌসীর সঙ্গে জগদ্বন্ধু দাশ, রাধাশ্যাম চক্রবর্তী, ফণিভূষণ সিংহ ও আরও বহু কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃবৃন্দ গ্রামে গ্রামে গিয়ে সভা করতে থাকেন। সেইসঙ্গে চলে মদ-গাঁজার দোকানে পিকেটিং।



১৯৩০ সালে জঙ্গিপুরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সামনে, প্রথম সারিতে উপবিষ্ট ডানদিক থেকে তৃতীয় ব্যক্তি সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী।

সেসময় মুসলিম লীগেরও সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন গ্রামে। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে মুসলিম সমাজের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা চলে। ফেরদৌসী তার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং কংগ্রেসের পক্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। তার ফলে মুসলিম লীগপন্থী কিছু দুষ্কৃতী এক রাতে ফেরদৌসীর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় ও তৎপরতায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যায় ফেরদৌসীর পরিবার। কিন্তু ফেরদৌসী তাতে দমবার পাত্র ছিলেন না। লীগপন্থীদের পক্ষ থেকে অপমান ও শারীরিক আক্রমণের পর্যন্ত লক্ষ্য হয়ে ওঠেন ফেরদৌসী। কিন্তু তাঁর পরম সাহসিকতা ও সতীর্থ-বন্ধুদের সহযোগিতার ফলে লীগপন্থীরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। বরং ফেরদৌসীর আকর্ষণে ও তাঁর বুদ্ধিমত্তার কারণে স্থানীয় মুসলিম লীগের বেশ কিছু কর্মী কংগ্রেসে যোগ দেয়।

ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদ জেলার একদিকে সালার, তালিবপুর, অন্যদিকে লালগোলা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকেন ফেরদৌসী ও তাঁর সতীর্থ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা।

১৯২৮-২৯ সালে গোকর্ণ কংগ্রেস কমিটির সক্রিয়তায় ওই এলাকার মানুষজনের ইচ্ছায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে আমন্ত্রণ জানানো হয় গোকর্ণের কার্তিকডাঙায় এক জনসভায়। নেতাজী এসেছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই কার্তিকডাঙার বিশাল মাঠটিতে উপচে পড়েছিল মানুষের ভিড়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেরদৌসীর পিতা সৈয়দ আব্দুল আহাদ (আল হোসাইনী)। এই সভায় নেতাজীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হলো ফেরদৌসীর। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

১৯৩০ সালের জুলাই মাসে আবার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ফেরদৌসীর। সেসময় মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বের নির্দেশে এবং জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জের কংগ্রেস নেতা বিজয় ঘোষালের আহ্বানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমার কিছু এলাকায় জনসভায় তাঁকে বক্তৃতা করতে হবে। ভাগীরথী নদীর তীরে রঘুনাথগঞ্জে একটি খোলা ময়দানে প্রায় দশবারো হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল নেতাজীকে স্বাগত ও সমর্থন জানাতে। ওই সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিতে প্রথমেই ফেরদৌসীকে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান করেন সভাপতি। নেতাজী পাশে থাকায় তিনি যেন এক অতিরিক্ত উদ্দীপনা অনুভব করেছিলেন সেদিন। তাঁর অগ্নিবর্ষী ভাষণের মধ্যেই ঘন ঘন করতালিতে জনগণ অভিনন্দিত করেন ফেরদৌসীকে। তিনি প্রায় ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা দেন। পরবর্তী দু-একজন বক্তার পরে সবশেষে নেতাজী ওঠেন ভাষণ দিতে। প্রায় দু-ঘণ্টাব্যাপী তাঁর অপূর্ব তেজস্বী ভাষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনেন ওই কয়েক হাজার জনতা। তাঁর বক্তৃতাশেষে সভাস্থল ফেটে পড়ে স্বতঃস্ফূর্ত করতালি ও জয়ধ্বনিতে। সভার পর সেই রাতে নেতাজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনার সুযোগ ঘটে ফেরদৌসীর। এই তৃতীয়বারের সাক্ষাতে তাঁর প্রতি সুভাষচন্দ্রের মধুর ব্যবহারের স্মৃতি ফেরদৌসীর মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত ছিল।

ওই সভার কিছুদিন পরেই অরঙ্গাবাদের রেকাবচাঁদ শেঠীর আমন্ত্রণে জেলা নেতৃত্ব শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী, শশাঙ্কশেখর সান্যাল প্রমুখের সঙ্গে ফেরদৌসী এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে আসেন। এর পর, দিনটা ছিল ১৯৩০ সালের ২৭ আগস্ট, জঙ্গিপুরের কংগ্রেস নেতা বিজয় ঘোষালের আমন্ত্রণে ফেরদৌসী দ্বিতীয় বার জঙ্গিপুরে যান এবং সুতি থানার কালীগঞ্জ কারবালা ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ গ্রেফতার করে ফেরদৌসীকে। তাঁকে সেদিন নিয়ে যাওয়া হয় জেল হাজতে। পরে ২৯ আগস্ট তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমার তৎকালীন মহকুমা শাসক জি বি সেনের এজলাসে তোলা হয়। সেখানেই তাঁর বিচার হয় এবং বিচারে তাঁকে ছ-মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জঙ্গিপুর থেকে সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় তাঁকে পাঠানো হয় বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে। বহরমপুরে জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও, গোকর্ণ ও কান্দি এলাকার তাঁর সতীর্থরা-সহ এক বিপুল জনতা আসেন ফেরদৌসীকে অভিনন্দন জানাতে।

সেসময় বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মণি সিংহ, সুকুমার রায়চৌধুরী এবং করাচির কমিউনিস্ট নেতা জালালুদ্দিন বোখারী প্রমুখ।

সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী কম বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। গত শতকের তিরিশের দশকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'গুলিস্তাঁ' প্রভৃতি পত্রিকা ছাড়াও ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পত্রিকায় তাঁর লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল বইয়ের এক বিপুল ভাণ্ডার। গোকর্ণে একটি পাবলিক লাইব্রেরি গড়ে তুলতেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে ফেরদৌসীর সম্পাদনায় ও তাঁরই হাতের লেখায় প্রকাশিত হতো পত্রিকা। প্রথমে 'রক্তকেতন' ও পরে 'বন্দিনী' নামে এই হাতে লেখা পত্রিকায় লিখতেন জেলবন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, জেলের মধ্যেই কমিউনিস্ট নেতা জালালুদ্দিন বোখারী সহবন্দীদের ক্লাস নিতেন কমিউনিজম ও মার্কসবাদ বিষয়ে। ফেরদৌসীও জালালুদ্দিন বোখারীর কাছে কমিউনিজমের পাঠ নিতেন অন্যান্যদের সঙ্গে। বহরমপুরের সনৎ রাহা, অনন্ত ভট্টাচার্য, লালবাগের সুধীর ব্যানার্জি, রাধাকান্ত গোস্বামী, গোকর্ণের জগদ্বন্ধু দাশ, রাধাশ্যাম চক্রবর্তী প্রমুখ তাঁর সহবন্দী ও বন্ধুরাও এই ক্লাস করতেন। মার্কসবাদী দর্শন ও রুশ বিপ্লবের প্রভাব পরাধীন ভারতেও প্রবলভাবেই পড়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মার্কসবাদে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। মুর্শিদাবাদেও পড়েছিল তার প্রভাব। কমিউনিজম ও মার্কসবাদ সম্পর্কে পাঠ নেওয়ার ফলে ফেরদৌসীর রাজনৈতিক জীবন বাঁক নেয় এবং শুরু হয় অন্য এক অধ্যায়।

১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ সরকারের ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর ফেরদৌসীকে 'একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে তাঁকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। তখন তিনি পরিবার-পরিজন ছেড়ে বর্ধমান জেলায় গিয়ে গোপনে এবং 'মৌলবী'র ছদ্মবেশে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে যোগ দেন। বহু বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে তাঁর সংগ্রামী জীবন এগিয়ে চলে গল্প-কাহিনির মতো। এরকম একজন মানুষের জীবন বাস্তব হয়েও অতিক্রম করে গেছে সাধারণের বাস্তবতাকে। ২০০৬ সালে ১০২ বছর বয়সে খোশবাসপুর গ্রামে নিজস্ব বাসভবনে তিনি প্রয়াত হন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপ্নদীপের নিভে যাওয়া আলোয় র‍্যাগিংয়ের অন্ত্যজ অন্ধকার জেগে উঠেছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সের নবাগত ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মর্মান্তিক মৃত্যুতে রাজ্য জুড়ে শিক্ষামহলে তীব্র প্রতিবাদী আলোড়ন ছড়িয়ে পড়েছে। কৃতীছাত্রটির ফুল হয়ে ওঠার আগেই কলিতে ঝরে পড়া অকালমৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক বলে মনে হতে পারে। একে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক শাস্তিই আইনের নিদানে অচল হয়ে গিয়েছে, তার উপরে যাদবপুরের মতো সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার বনেদি ও মুক্ত পরিসরের আলোর রোশনাই ঝরে পড়ছে। সেখানে তার আলোর নীচে অন্ত্যজ অন্ধকারে প্রাণঘাতী বর্বরতার পরিচয় সাধারণের কাছে অপ্রত্যাশিত হলেও এটাই বাস্তব। র‍্যাগিং আগেও ছিল, এখনও আছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশে তা প্রতিরোধ করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের শপথ নিতে হয়, বা মুচলেকা দিতে হয়। এতেই বোঝা যায় র‍্যাগিং এখনও বহাল তবিয়তে। শুধু তাই নয়, তা যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভয়ঙ্কর খেলায় পরিণত হয়েছে, স্বপ্নদীপের অকালে নিভে যাওয়া আলোয় তা প্রকট হয়ে উঠেছে। সেখানে আবার অন্য প্রশ্ন মনে উঁকি দেয়, স্বপ্নদীপ যদি অকালে না ফেরার দেশে যেত, তাহলে কি এভাবে সমস্বরে প্রতিবাদ গর্জে উঠত? র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হত ? একেবারেই না। তা না হলে র‍্যাগিংয়ের বিভীষিকা নিয়ে এর আগে কত শত শিক্ষার্থী দৈহিক ও মানসিকভাবে শিকার হয়েছে, তা নিয়ে প্রতিবাদ জেগে ওঠেনি কেন, এ প্রশ্ন এসে যায়। অন্যদিকে র‍্যাগিংয়ের বিভীষিকায় চূড়ান্ত পরিণতিই আমাদের হতচকিত করেছে। আসলে বাইরে অন্ধকার নেমে এলেই মনের আলো জ্বলে ওঠে। সেক্ষেত্রে স্বপ্নদীপের আলো নিভে যাওয়ায় আমাদের মনের আলোয় র‍্যাগিংয়ের দৌরাত্ম্যের ছবি নতুন করে প্রকট হয়ে উঠেছে। এজন্য শুধু স্বপ্নদীপের অকালমৃত্যুর সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেই হবে না, যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে আর কোনো স্বপ্নের দীপ আর না নেভে, তার জন্য আরও যথাযথ ব্যবস্থা জরুরি।

আসলে হোস্টেলের র‍্যাগিংয়ের চল যে আছে, তা অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটির উপস্থিতিই তা বলে দেয়। শুধু তার প্রকৃতিটির রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। উচ্চশিক্ষার সোপানেই র‍্যাগিংয়ের আয়োজন একসময় প্রায় নিয়মিত হয়ে পড়েছিল। তার মধ্যে ছিল পাশবিক বিনোদনের ভয়ঙ্কর আয়োজন। উচ্চমাধ্যমিক হোস্টেলেই সিনিয়রদের বিনোদনের শিকার হত জুনিয়াররা। তখন আবার তার অদ্ভুত যুক্তি ছিল। র‍্যাগিং করে স্মার্ট করে তোলার আজব অজুহাত। সেখানে তার চেয়ে থানায় পাঠিয়ে স্মার্ট করার যুক্তি বলেও তা থেকে বিরত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আসলে র‍্যাগিংয়ের মধ্যে ছিল সিনিয়রদের পাশবিক বিনোদন। অন্ধকারে মশা মারা থেকে ডাঙায় সাঁতার কাটা, নগ্ন হওয়া থেকে নেচে দেখানো কত ভাবেই না জুনিয়রদের ব্যর্থতায় হাসির রোল থেকে অন্ধকারে চড় লাথির দাদাগিরির বিনোদনী আসরের আয়োজন চলত, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ একজনের কাছে যা খেলা, অন্য জনের কাছে তাই জীবনযুদ্ধ। প্রাণে তাদের মৃত্যু না ঘটলেও মনের মৃত্যু সেক্ষেত্রে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। র‍্যাগিংয়ের ভয়ে অনেকে হোস্টেল ছেড়ে দেয়, অনেক সেই ত্রাস কাটিয়ে উঠতে না পেরে পড়াশোনাই বন্ধ করে। সেখানে কলেজ হোস্টেলের আরও ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নানাভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশাসনিক উদ্যোগে তার বাড়বাড়ন্ত একসময় কমে গেলেও একেবারে নির্মূল হয়ে যায়নি। সেক্ষেত্রে হোস্টেলজীবনের সঙ্গে র‍্যাগিংয়ের যোগ এখনও অনুভূত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়েও তার সজীব উপস্থিতি অস্বাভাবিক নয়। বরং তা যে সময়ান্তরে আরও বিকৃত ও পাশবিক হয়ে উঠবে, তাও অভাবিত নয়।

র‍্যাগিংয়ের দৌরাত্ম্যে পাশবিক বিনোদন জেগে থাকে। আধিপত্যকামী শক্তির মধ্যেই সেই বিনোদন ওত পেতে থাকে। দুর্বলের প্রতি নির্মম নির্যাতনে বা অত্যাচারে শুধু সবলের পরিচয় প্রমাণ করে না, বিনোদনেরও হাতছানি দেয়। খাঁচায় বন্দি বাঘের সঙ্গে বন্দিকে লড়িয়ে দিয়ে উপভোগ করার পাশবিকতা তো মধ্যযুগের রাজাগজাদের মধ্যেই ছিল। একালে সার্কাস, কুস্তি, বক্সিং থেকে জিমন্যাস্টিকসের মতো মৃত্যুকে হাতে নিয়ে খেলার ক্যারিশমা দেখানোর মধ্যেও একের খেলা অন্যের জীবনযুদ্ধের ছবি ভেসে ওঠে। সেদিক থেকে র‍্যাগিংয়ের মধ্যে সেই পাশবিক বিনোদনের রসদ পরের বার প্রতিশোধের আদলে ফিরে আসে, আবার এগিয়ে চলে। এজন্য জুনিয়ররাই সিনিয়র হয়ে সেই র‍্যাগিংয়েই মেতে ওঠে। অরণ্যকে ধ্বংস করে আধুনিক সভ্যতার বিস্তার যতই এগিয়ে চলুক, তার বন্য অস্তিত্ব আমরা আজও মনে বহন করে চলেছি। অরণ্যের অবাধ যৌনতা ও হিংস্রতাকে আমরা পরিহার করতে পারিনি। সেখানে মানুষের মধ্যেই পশুত্বের লাগামহীন অস্তিত্ব। একের দুঃখকষ্ট, শোকতাপ অন্যের মনে আনন্দের রসদ হয়ে ওঠে, বিনোদনের হাতছানি দিয়ে চলে, সুখের অনুভূতি এনে দেয়। সেদিক থেকে স্বপ্নদীপের আলোয় লুকিয়ে থাকা র‍্যাগিংয়ের বিভীষিকাময় অস্তিত্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। তাতে তার ভয়ঙ্কর রূপই বলে দেয় পাশবিক বিনোদনের আয়োজনটি কত প্রাণঘাতী ব্যাধিতে সামাজিক বিকারে পরিণত হয়েছে। যেখানে শিক্ষায় মূল্যবোধের বিস্তারে আত্মসম্মান জেগে ওঠে, আত্মমর্যাদা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষার উচ্চতম সোপানে শিক্ষার্থীরই মানসম্মান ও মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে র‍্যাগিংয়ের পাশবিক বিনোদনের আয়োজন সংগোপনে মারণব্যাধি হয়ে চলেছে, ভাবা যায়! তাই শুধু স্বপ্নদীপের আলো হরণকারীদেরই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে সংগোপনে ছড়িয়ে থাকা প্রাণঘাতী সামাজিক ব্যাধিটির সমূলে বিনাশ করা অত্যন্ত জরুরি মনে হয়।

মানুষের মধ্যেই পশুত্বের লাগামহীন অস্তিত্ব। একের দুঃখকষ্ট, শোকতাপ অন্যের মনে আনন্দের রসদ হয়ে ওঠে, বিনোদনের হাতছানি দিয়ে চলে, সুখের অনুভূতি এনে দেয়। সেদিক থেকে স্বপ্নদীপের আলোয় লুকিয়ে থাকা র‍্যাগিংয়ের বিভীষিকাময় অস্তিত্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। তাতে তার ভয়ঙ্কর রূপই বলে দেয় পাশবিক বিনোদনের আয়োজনটি কত প্রাণঘাতী ব্যাধিতে সামাজিক বিকারে পরিণত হয়েছে। যেখানে শিক্ষায় মূল্যবোধের বিস্তারে আত্মসম্মান জেগে ওঠে, আত্মমর্যাদা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষার উচ্চতম সোপানে শিক্ষার্থীরই মানসম্মান ও মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে র‍্যাগিংয়ের পাশবিক বিনোদনের আয়োজন সংগোপনে মারণব্যাধি হয়ে চলেছে, ভাবা যায়! তাই শুধু স্বপ্নদীপের আলো হরণকারীদেরই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে সংগোপনে ছড়িয়ে থাকা প্রাণঘাতী সামাজিক ব্যাধিটির সমূলে বিনাশ করা অত্যন্ত জরুরি মনে হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

যাদবপুরে স্বপ্নদীপ মৃত্যুকাণ্ডে গ্রেফতার আরামবাগের ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, ১৪ আগস্ট— যাদবপুরে বাংলা অনার্সের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে মৃতের বাবা রামপ্রসাদ কুণ্ডুর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আগেই গ্রেফতার করেছিল সৌরভ চৌধুরি নামে এক যুবককে। জানা যাচ্ছে তাকে জেলা করে পুলিশ তার ভিত্তিতে আরও দুইজন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। তাদের মধ্যে একজন বাঁকুড়ার দীপশেখর দত্ত এবং অপর জন হুগলির আরামবাগের মনোতোষ ঘোষ। মনোতোষের বাড়ি আরামবাগের ১৯ নং ওয়ার্ডে, এখানকার সার্কাস ময়দানে। তার বাবা শান্তিনাথ ঘোষ আরামবাগে খুব ছোটো একটি চায়ের দোকান কাম রেস্টুরেন্ট চালান। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত মনোতোষ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। জানা গেছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হতে এসে হোস্টেলে সিট না পেয়ে সিনিয়ার ছাত্র মনোতোষদের কাছে গেস্ট হিসাবে ছিল স্বপ্নদীপ। রবিবার তাকে গ্রেফতারের খবর আসে আরামবাগের তার আরামবাগের পরিবারের কাছে। আকাশ থেকে পড়েন তার বাবা শান্তিনাথ ঘোষ। শান্তিনাথ ঘোষের বক্তব্য, ‘আগের দিনও ছেলে ফোন করেছিল, সে বলেছিল এই ঘটনায় সে কোনওভাবে যুক্ত ছিল না। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হচ্ছে। তার এক বন্ধু ফোন করে জানিয়েছিল, কোনও ভয় নাই। মনোতোষ কোনও কিছুতেই যুক্ত ছিল না। কিন্তু তার গ্রেফতারের খবর পেয়ে আমরা হতবাক। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক ও নিশ্চই ছাড়া পেয়ে যাবে।’ ঘটনার খবর জানাজানি হতেই এলকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। তার মতো একজন মেধাবী ছাত্র এরকম হীন কাজ করতে পারে তা কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না। তবে দোষী প্রমাণিত হলে যেন তার উপযুক্ত শাস্তি হয়, সে কথাও অনেকে উল্লেখ করেছেন।

দীপশেখরের বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি— ‘আমি লিখেছি চিঠি’। এমন বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি দীপশেখর দত্তের। স্বপ্নদ্বীপ রহস্য মৃত্যুকাণ্ডে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে পুলিশ। যাদবপুর কাণ্ডে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে পুলিশের হাতে। এই ঘটনায় হোস্টেলের ঘর থেকে যে ডাইরিটি উদ্ধার হয়েছিল তার মধ্যে ছিল একটি চিঠি। সেই চিঠিটি মৃত ছাত্রই লিখেছিল কিনা সেই নিয়েদ্বন্দ্বে ছিল পুলিশ। এরপরই ধৃত ছাত্রদের জেরা করে এই তথ্য পায় পুলিশ। জেরায় দীপশেখর স্বীকার করে নিজেই ওই চিঠিটি লিখেছিলেন। এর পাশাপাশি ওই ‘সন্দেহজনক’ ডায়রির পাতায় পাথায় মৃত ছাত্রের নামে সই প্র্যাকটিস করা হয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও পুলিশ বলেছে এই ডাইরিটি নিয়ে আরও তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। তারপরেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। এছাড়াও ডাইরির পাতায় লেখা হাতের লেখা ঠিক কার এটা জানার জন্য ‘হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট’ এর সাহায্য নিতে চলেছে পুলিশ। এই কারণেই মৃত ছাত্রের পুরনো খাতা তাঁর পরিবারের কাছ থেকে চেয়েছে পুলিশ। এবং পুলিশ এই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে, এই চিঠিটি ঘটনার আগে না পরে লেখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই রহস্যজনক ডায়েরি উদ্ধার হওয়ার পর, মৃত ছাত্রের বাবা দাবি করেছিলেন এই হাতের লেখা তার ছেলের নয়।

পুরুলিয়ার গাঁয়ের বধূ

একের পৃষ্ঠার পর

প্রসঙ্গত, সংশ্লিষ্ট জেলায় আজও পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। প্রচুর মানুষকে নদীর বালি খুঁড়ে বা ঝোরার কাছে দাঁড়ি (মাটি খুঁড়ে জল) থেকে মাথায় করে জল আনতে হয়। তিনিও ওই গ্রামেরই বধূ, তাই মহিলাদের এই কষ্টটা ভালভাবেই বোঝেন নিবেদিতা। উন্নয়নের কাজ কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন? এই প্রশ্নে তাঁর সোজাসাপটা উত্তর ‘সকলের সঙ্গে মিলেমিশে মতামত নিয়ে কাজ করব। অন্যান্য অভিজ্ঞতাকে তো কাজে লাগাতেই হবে।’

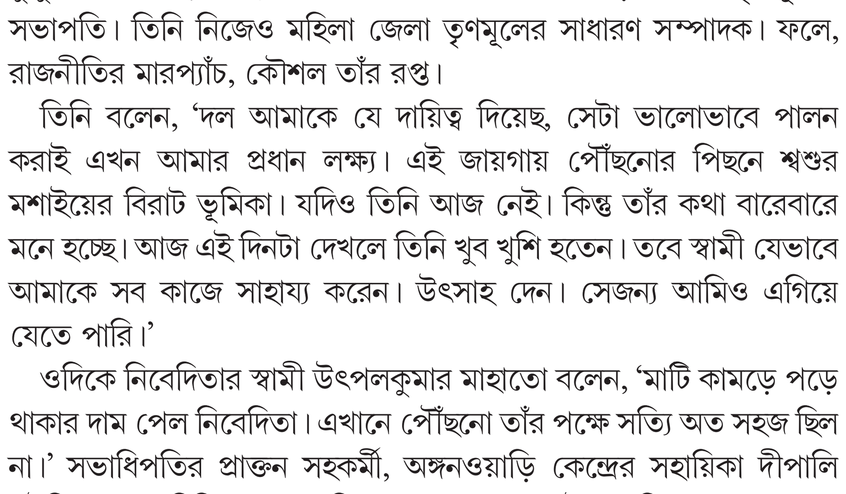
যদিও রাজনীতির ঘরানায় বড় হয়েছেন নিবেদিতা। ঝালদা দু'নম্বর ব্লকের বামনিয়া-বেলাডি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাড়ুয়া গ্রামে বড় হয়ে ওঠেন তিনি।

ঝালদা অচ্ছুরাম কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক। বাবা বৃন্দাবন মাহাতো ছিলেন শিক্ষক, ঝালদা ২ পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেসের সদস্য। বিয়ে হয়ে পদুডি গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে আসার পর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। শ্বশুরবাড়িতেও রাজনীতির আবহ। করাডি হাই স্কুলের শিক্ষক বলরাম মাহাতো পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লকের কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন প্রায় দেড় দশক। ১৯৭৮ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। তারপর পুরুলিয়া এক পঞ্চায়েত সমিতির দু'দুবারের সদস্য, সেইসঙ্গে কর্মাধ্যক্ষ। স্বামী চাকলতোড় অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি। তিনি নিজেও মহিলা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। ফলে, রাজনীতির মারপ্যাঁচ, কৌশল তাঁর রপ্ত।

তিনি বলেন, ‘দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছ, সেটা ভালোভাবে পালন করাই এখন আমার প্রধান লক্ষ্য। এই জায়গায় পৌঁছনোর পিছনে শ্বশুর মশাইয়ের বিরাট ভূমিকা। যদিও তিনি আজ নেই। কিন্তু তাঁর কথা বারেবারে মনে হচ্ছে। আজ এই দিনটা দেখলে তিনি খুব খুশি হতেন। তবে স্বামী যেভাবে আমাকে সব কাজে সাহায্য করেন। উৎসাহ দেন। সেজন্য আমিও এগিয়ে যেতে পারি।’

ওদিকে নিবেদিতার স্বামী উৎপলকুমার মাহাতো বলেন, ‘মাটি কামড়ে পড়ে থাকার দাম পেল নিবেদিতা। এখানে পৌঁছনো তাঁর পক্ষে সত্যি অত সহজ ছিল না।’ সভাধিপতির প্রাক্তন সহকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা দীপালি কুইরি বলেন, ‘দিদিকে ছেড়ে দিতে হবে তা ভাবতেই পারছি না। চোখে জল চলে আসছে। তবে দিদির যে এখন অনেক বড় দায়িত্ব। আমরা যে কি খুশি হয়েছি, বোঝাতে পারবো না।’ এবার নিজের হাত ধরে জেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে সামিল হলেন নিবেদিতা মাহাতো।

অভিনব দেশাত্মবোধক ফ্যাশন শো'র মাধ্যমে পালিত হল ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস



নিজস্ব প্রতিনিধি— ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে কে আর কে প্রোডাকশনের ২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত রবিবার কালীঘাটের যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অভিনব দেশাত্মবোধক ফ্যাশন শো আমার ভারতবর্ষ। পাঁচ বছর বয়সী কচিকাচা থেকে শুরু করে ছুপ্ত বছরের পুরুষ ও মহিলারা এতে অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ও মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, দুই পৌরপিতা বিশ্বরূপ দে, রামকৃষ্ণ পাল, বাচিক শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সুন্দরম চৌধুরি, সুদীপ মুখার্জি সহ আরও বিশিষ্ট অতিথিরা। বিচারকের আসনে ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার রহিম নবি, সোমা চক্রবর্তী, ড. অরিজিৎকুমার নিয়োগী এবং মীনা শেঠী মণ্ডল। সমগ্র ফ্যাশন শোয়ের কোরিওগ্রাফারের দায়িত্বে রীতা মাইতি ও শো স্টপার অদ্রিকা চক্রবর্তী। বিচারক ও বিশিষ্ট অতিথিদের উত্তরীয়, চারাগাছ, মেমেন্টো ও উপহার সামগ্রী দিয়ে সম্মানও জানানো হয়। সমস্ত প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে বিচারকদের বিচারে রীনা সিং, শর্মিষ্ঠা রায় ও আকাশ ভারতী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়র খেতাব জিতে নেয়। ফ্যাশন শোর পাশাপাশি ছিল গান, একক ও দলগত নৃত্য এবং যোগা ড্যান্সের মতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিশ্বভারতীতে ছাত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ

মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে অনশনে উপাচার্য

খায়রুল আনাম

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে তখন, রাজ্যের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর একটি ফেসবুক পোস্টকে ঘিরে এমনই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যাতে, বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং কর্মীদের নিয়ে অনশন-ধর্ণায় বসতে হলো। যে ফেসবুক পোস্ট ঘিরে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অধ্যাপিকা মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ফেসবুক পোস্টকে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করে দাবি করেছেন যে, বিশ্বভারতী পরিবারকে কলুষিত করার জন্যই এটা করা হয়েছে। আর এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদেই বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সোমবার ১৪ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতভবনের মূল মঞ্চে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও কর্মীদের নিয়ে অনশন ও ধর্ণায় বসেন। সেখানে অবশ্য বাইরের কারও প্রবেশাধিকার ছিলো না।

জানা যাচ্ছে, ‘ভিবি কনফেশন’ নামে একটি গ্রুপে ওই পোস্টটি করা হয়েছে। যার সত্যতা যাচাই করেনি দৈনিক স্টেটসম্যান। যে পোস্ট ঘিরে এই বিতর্ক, তাতে এক ছাত্রী নিজেকে বিশ্বভারতীর ছাত্রী বলে দাবি করে লিখেছে, এখানে পড়তে এসেছিলাম অনেক স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু আর টিকতে পারছি না। শারীরিক এবং মানসিক দু'দিক দিয়েই শিকার হয়ে যাচ্ছি। ভয়ে মুখ খুলতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়ে এখানেই লিখলাম। ওই ছাত্রীটি আরও লিখেছে, গ্র্যাজুয়েশনের সেকেণ্ড ইয়ার থেকে শারীরিকভাবে কয়েকজন পশুর ন্যায় শিক্ষকের শিকার আমি। কোনও দিন বলতে পারিনি। আজ বলতে বাধ্য হলাম। কারণ, আর পারছি না। তাঁর আরও আক্ষেপ, শান্তিনিকেতনে পড়তে আসা আর বিশ্বভারতীতে পড়া আমার জীবনে যেন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষে ওই ছাত্রী চরম হতাশা নিয়ে লিখেছেন, বেশিদিন হয়তো টিকতে পারবো না। মা, বাবা আর আমার এক ভাই আছে। এখনও যে বেঁচে আছি তা শুধু তাঁদের জন্যই। কিন্তু এই শারীরিক নির্যাতন আমায় শেষ করে দিয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বভারতী জুড়ে নানা আশঙ্কাও ছড়িয়েছে।

আমতলায় বিজেপির অফিসে বিক্ষোভ দলীয় কর্মীদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ১৪ আগস্ট— সল্টলেকের বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বিক্ষোভের পর আবারো আমতলার দলীয় কার্যালয়ে রবিবার সন্ধ্যায় বিক্ষোভ দেখালেন, ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার কর্মী সমর্থকরা জেলা সভাপতি অভিজিৎ সর্দারের তুঘলকি আচরণের প্রতিবাদে। এদিন জেলার কনভেনার দীপঙ্কর জানাকে ঘিরে ধরে কর্মীরা কৈফিয়ৎ চান, কেন দলের মন্ডল সভাপতিদের সরিয়ে দেওয়া হল কোনও আলোচনা না করে। মাত্র দু বছর হল বিজেপিতে যোগ দিয়ে অভিজিৎ সর্দার ায়মন্ড হারবার জেলার সাংগঠনিক সভাপতি হয়ে যা নয় তাই করছেন। অনেকে অভিজিৎ সর্দারকে তৃণমূল কংগ্রেসের দালাল বলেও উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে ায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সহ সভাপতি সবিতা চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমে জানান, যেসব কর্মীরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বিজেপি করছে দীর্ঘদিন ধরে, একুশের ভোটের পর যারা ঘর ছাড়া হল, মিথ্যে পুলিশ কেসে জর্জরিত, তাঁদের দুঃখ দেওয়া হল কেন। সাংগঠনিক একটা কমিটি আছে তাঁদের সঙ্গে না আলোচনা করে সতেরো জন মন্ডল সভাপতিকে অন্যায় ভাবে সরিয়ে দেওয়া হল। এসব আমরা মানছি না। দলের উপরতলার নেতৃত্বকে আলোচনায় বসতে হবে। সাধারণ কর্মীদের পাশে আছি আমরা। জানা গেল, সবিতা চৌধুরীর নেতৃত্বেই এদিন বিজেপির আমতলা পার্টি অফিসে বিক্ষোভ দেখায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার বিজেপির কর্মী সমর্থকগণ। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিষ্ণুপুর থানা এলাকার আমতলা অঞ্চলে। সূত্রের খবর, রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

এসইউসি কর্মী গুলিবিদ্ধ নদিয়ার পলাশিপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি— পলাশিপাড়া থানার পলশুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে এসইউসি সিপিএমকে সমর্থন জানায়। ওই পঞ্চায়েতে তৃণমূল ৭, সিপিএম ৮, এসইউসি ২, বিজেপি ১ ও নির্দল একটি আসনে জয়ী হয়েছে। গত ১০ আগস্ট বোর্ড গঠনে দক্ষিণপন্থী শক্তিকে বোর্ড গঠনে বিরত রাখতে এসইউসি সিপিএমকে নিঃশর্তে সমথন জানায়। কিন্তু এরপর থেকেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত বলে এসইউসিআই-এর নদিয়া জেলা সমপাদকমণ্ডলীর সদস্য অঞ্জন মুখার্জি জানান। গতকাল রাত ৯টা নাগাদ তৃণমূল আশ্রিত সমাজবিরোধীরা বোমা-বন্দুক নিয়ে পরিকল্পিতভাবে পলশুণ্ডা গ্রামের কয়েকটি বাড়িতে হামলা চালায় ও ভাঙচুর করে বলে এসইউসি'র অভিযোগ। এই ঘটনায় এসইউসি কর্মী আরমান শেখ গুলিবিদ্ধ হন। তাঁর শরীরে মোট চারটি গুলি লাগে--- দু'টি হাতে, দু'টি পায়ে। বর্তমানে সে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি। এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ এসইউসি কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে প্রতিবাদ সভা করে। এসইউসি'র নদিয়া জেলা সম্পাদক কমল দত্ত নদিয়া উত্তরের এসপি ঈশানি পালের কাছে ডেপুটেশন দেন। এসপি ঈশানি পালকে বার বার ফোন করা সত্ত্বেও ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।



বসিরহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন সৌমেন মণ্ডল। এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট জেলা তৃণমূলের সভাপতি সরোজ ব্যানার্জি, প্রাক্তন বিধায়ক তথা জেলা পরিষদদের জয়ী প্রার্থী এটিএম আব্দুল্লাহ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মামুদ হাসান প্রমুখ।

কঙ্কালকাণ্ডে বাম নেতা সুশান্ত ঘোষের জামিন খারিজ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি— বিগত বাম জমানায় মেদিনীপুরের গড়বেতার দাপুটে সিপিএম নেতা ছিলেন সুশান্ত ঘোষ। সেই সুশান্তকেই বেনাচাপড়ার ‘কঙ্কালকাণ্ড’-এর মূল অভিযুক্ত বলে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২০১১ সালে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কিন্তু পরের বছরই জামিন পান তিনি। তবে জামিনের মূল শর্তই ছিল, ‘নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যেন না যান তিনি’। তবে সুশান্ত ঘোষ তা মানছেন না অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য সরকার। এই বাম নেতার জামিন নাকচের দাবি নিয়ে সুপ্রিম দরবারে রাজ্য। সোমবার সেই মামলার প্রেক্ষিতে সবপক্ষকে নোটিস দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুশান্ত ঘোষের বক্তব্য জানতে চায় আদালত। এরপরই মামলার শুনানি হবে বলে জানা গেছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সিটি রবিকুমার এবং বিচারপতি পি নরসিংহের ডিভিশন বেঞ্চে এই দাবি জানায় রাজ্য। কঙ্কালকাণ্ডের মামলায় ২০১২ সালে সুশান্ত ঘোষকে শর্তসাপেক্ষ জামিন দিয়েছিল আদালত। জেলায় ঢোকার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল। পরে যদিও তা তুলে নেওয়া হয়। তবে একান্ত প্রয়োজনে জেলায় ঢুকলেও নিজের এলাকার বাইরে বেরোতে পারবেন না, ছিল তেমনই নির্দেশ। তবে ভোটের বাংলায় সিপিএমে তাঁর সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। জেলায় জেলায় সভা, মিছিলে ‘কঙ্কালকাণ্ড’-এর সুশান্তই ছিলেন প্রধান মুখ। পশ্চিম মেদিনীপুরে সিপিএমের জেলা সম্পাদকও করা হয় তাঁকে। এদিন আদালতে রাজ্যের তরফে অভিযোগ করা হয় ‘সেই নির্দেশ মানেননি সিপিআইএম নেতা। জেলার যেখানে সেখানে ঘুরে বেরিয়েছেন। এমনকী মিটিং মিছিল করেছেন’। এই সময় রাজ্যের কাছে আদালত জানতে চায়, ‘২০১২ সালের মামলার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি কেন?’ এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন না সুশান্ত ঘোষের আইনজীবী। কঙ্কালকাণ্ডে অভিযুক্ত নেতার ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য অনুযায়ী, এদিন যে সুপ্রিম কোর্টে কোনও মামলা আছে তা জানতেনই না তিনি। দুই পক্ষকেই চার সপ্তাহের নোটিস জারি করেছে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। একমাস পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে বলে জানা গেছে।

সারা রাজ্যের সঙ্গে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে কন্যাশ্রী দিবস পালন বর্ধমানে

আমিনুর রহমান, বর্ধমান, ১৪ আগস্ট— সারা রাজ্যের সঙ্গে সোমবার বর্ধমানে সরকারি উদ্যোগে কন্যাশ্রী দিবস পালন করা হলো। দশম কন্যাশ্রী দিবস উদযাপন উপলক্ষে জেলার মূল অনুষ্ঠান হয় সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী সহ জেলা প্রশাসনের অনান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল নানা ধরনের কর্মসূচি। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রী সহ শিক্ষক শিক্ষিকা দের উপস্থিতিও ছিল ভালোই।

এদিন কন্যাশ্রী দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিভিন্ন কর্মসূচি চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক প্রিয়াংকা সিংলা, বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা) সনা আখতার। ছিলেন জেলার কন্যাশ্রী প্রকল্প আধিকারিক পূর্বিতা চ্যাটার্জী, মহকুমা শাসক কৃষ্ণেন্দু কুমার মন্ডল, জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক রামশংকর মন্ডল সহ অন্যান্য অতিথিরা। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তার বক্তব্যে কন্যাশ্রী দিবস উদযাপন এর তাৎপর্য ব্যাখা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নানা প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন মেয়েদের জন্য। একই সঙ্গে তিনি কন্যাদের লেখাপড়ায় আরও অগ্রনী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। এদিন শুরুতেই বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে কন্যাশ্রীদের শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। এরপর একের পর এক কর্মসূচি চলে। কেরিয়ার কাউন্সিলিং এর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন জাসমিন কৌর। এছাড়াও মঞ্চে কন্যাশ্রী বিষয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

শিল্পীদের সম্মান জানাতে অনুষ্ঠান



নিজস্ব প্রতিনিধি— সম্প্রতি হয়ে গেল আনন্দ মেহরা ও রাহুল দে'র যৌথ উদ্যোগে বঙ্গশ্রেষ্ঠ সম্মান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনেক নামিদামি শিল্পী ও সেলিব্রিটিরা। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধনে ছিলেন এসিপি অলোক সান্যাল, পরিচালক শমীক রায় চৌধুরি, আতিউল ইসলাম, সঙ্গীত পরিচালক শমীক মুখার্জি, আনন্দ মেহরা ও রাহুল দে, শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য, নেহা প্রামাণিক, লীনা মুখার্জি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিল চটকদার রানওয়ে ফ্যাশন শো ও নৃত্য পরিবেশনা। আনন্দ মেহরা বলেছেন, ‘এই ইভেন্টটি সেই সব শিল্পীদের জন্য, যাঁরা বাংলাকে গর্বিত করেছে।’ রাহুল দে বলেছেন, ‘পরের বছর, এটি আরও বড় ও আরও গ্ল্যামারাস হবে।’ ফতেমা ছবির শিল্পীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জোড়া খুন কান্ডে আরো চার গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ১৪ আগস্ট— বজবজের খড়িবেড়িয়া পণ্ডিতের মাঠ অঞ্চলে শুক্রবার রাতে জোড়া খুনের ঘটনায় শনিবার তিন জন রবিবার একজন ও সোমবার আরো চারজনকে গ্রেফতার করল বজবজ থানার পুলিশ। আগের ধৃতদের জেরা করে পুলিশ যে চারজনকে ধরেছে বজবজ অঞ্চল থেকে তাঁরা হলেন শুভজিৎ বর্মন, গোপাল বর্মন, সোমনাথ মন্ডল ও অভীক সর্দার। ধৃতদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানাবে পুলিশ।

কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলেজকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের তকমা দেওয়া হয়

অঙ্কিতা আচার্য, নদিয়া, ১৪ আগস্ট— সোমবার পালিত হল দশম কন্যাশ্রী দিবস। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প এই কন্যাশ্রী প্রকল্প। সারা পশ্চিমবঙ্গের সাথে নদিয়া জেলাতেও এই দিনটি বিশেষভাবে পালন করা হয়। এ বছর নদিয়া জেলায় মোট চারটি কলেজকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের তকমা দেওয়া হয়, যার মধ্যে কৃষ্ণনগর ব্লকে রয়েছে আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলেজ। নদিয়া জেলার প্রান্তিক কলেজ গুলির মধ্যে থেকে উঠে এসে এই নজরকারা সাফল্যে কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী সকলেই আনন্দিত।

কলেজের অধ্যক্ষ ড. অশোক কুমার দাস বলেন- কন্যাশ্রীর সুফল সকল ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়াই প্রথম থেকে আমাদের লক্ষ্য ছিল, তাতে অনেকটাই সফল হওয়া গেছে। ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের সুবিধার কথা আরো বেশি করে প্রচার করতে পারলে ছাত্রীদের আরও বেশি কলেজমুখি করা সম্ভব হবে।

কলেজের কন্যাশ্রী প্রকল্পের নোডাল অফিসার ড. অনিরুদ্ধ সাহা বলেন, মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমুখি করার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি বর্তমানের প্রেক্ষিতে এতটাই যথোপযুক্ত ও যুগান্তকারি যে ইতিপূর্বে আর কোন প্রকল্প এত সফলতা পায়নি। দশম কন্যাশ্রী দিবস সরকারি তৎপরতায় পালিত হল কৃষ্ণনগরের রবীন্দ্রভবনে। এদিন নদিয়া জেলার মোট চারটি কলেজ এবং তিনটি স্কুলকে এই সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

কন্যাশ্রী দিবসে নারী শক্তির জয়

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের দুই গুরুত্বপূর্ণ পদে দুই মহিলা

অর্ণব সাহা, জলপাইগুড়ি, ১৪ আগস্ট— জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি হলেন কৃষ্ণা রায় বর্মণ। সহ সভাধিপতি হলেন সীমা চৌধুরী। নারীশক্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে কণ্যাশ্রী দিবসে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের দুই গুরুত্বপূর্ণ পদে সোমবার দুই মহিলাকে বসানোর ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাম রাজনীতিতে হাতেখড়ি কৃষ্ণা রায় বর্মণের। তাঁর হাত ধরেই ২০১৫ সালে জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতি বামেদের হাত থেকে নিজেদের দখলে নিয়ে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াকু নেত্রী কৃষ্ণা রায় বর্মণের উপরেই সভাধিপতি পদে আস্থা রাখল তৃণমূল কংগ্রেস। ২৪ আসনের জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে ২৪টি আসনই দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বিরোধীশূন্য জেলা পরিষদের সভাধিপতি কে হবেন তা নিয়ে চলছিল জল্পনা। আজ যে ১১টি জেলা পরিষদে সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতিদের নাম ঘোষণা হয়েছে তৃণমূলের তরফে তাতে একমাত্র জলপাইগুড়িতেই এই দুটি পদে বসানো হয়েছে দুই মহিলা নেত্রীকে। আজ জেলা পরিষদের পেক্ষাগৃহে শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেবের উপস্থিতিতে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির নাম ঘোষণা করা হয়। সীমা চৌধুরী বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন। বানারহাট জেলা পরিষদের আসন থেকে এবার নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। এদিন জেলা পরিষদের সদ্য নির্বাচিত জয়ী প্রার্থীরা পেক্ষাগৃহে শপথ গ্রহণ করেন। সকলের সুবিধার্থে দুটি প্রজেক্টর বসানো হয় পরিষদ চত্বরে। দলের কর্মীরা সরাসরি শপথ পাঠ দেখেন।

কৃষ্ণা রায় বর্মণ বলেন, আগে পঞ্চায়েত সমিতিতে কাজ করেছি। এবার দায়িত্ব বাড়ল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রকল্পগুলির পরিষেবা উপভোক্তাদের কাছে যাতে সঠিকভাবে পৌঁছয় তা নিশ্চিত করতে সকলকে নিয়ে কাজ করব। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তা-ঘাটের মতো বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দায়িত্বভার নিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার কথা জানিয়েছেন সহ সভাধিপতিও।

এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য তথা তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপির কাছ থেকে আসন কেড়ে নিতেও আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল নেতৃত্ব।

মধ্যরাতের স্বাধীনতার সূর্যোদয়

যোগব্রত চক্রবর্তী

মানবসভ্যতার দেহ-মনের গভীরে বিষ বয়ে এনেছিল দু-দু'টি বিশ্বযুদ্ধ--- সমাজীবনকে দিয়েছিল এক মৃত্যুপথযাত্রী রূপ। এ জতুগৃহের পরিমণ্ডলে, বাঁচার অতি ক্ষীণ আশা নিয়েও স্বরাজের অভীষ্ট লক্ষ্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে যাচ্ছিলেন দেশীয় সংগ্রামীরা। তাঁদের সেই বিপ্লবী তথা প্রতিরোধ মনোভাবের আধার হল--- 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা' বা 'উপনিবেশ বিরোধিতা'। ১৯৪১ সালে, মৃত্যুর প্রায় চারমাস আগে শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন--- 'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।' কবিগুরুর এই ভবিষ্যৎবাণীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হয়েছে 'আশাবাদ'। একটু পিছনের দিকে হেঁটে--- তারপর আবার সামনের দিকে ধাবমান হলে, বিংশ শতকের প্রারম্ভিক যে ছবিটা পাওয়া যায়, তা এরকম: হাজারও বৈচিত্র্যের ভিড়ে এক হতে চাওয়া ভারতের জাতীয় স্বত্বাটিকে টুকরো টুকরো করে দিতে চাওয়া ব্রিটিশ মননের মরিয়া চেষ্টা। প্রথমে বঙ্গভঙ্গ, তারপর রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর। বঙ্গভঙ্গ রদের পরে 'পূর্ণ-স্বরাজ' অর্জনের লক্ষ্যে আপামর জনসাধারণের ঝাঁপিয়ে পড়া। কখনও মহাত্মা গান্ধির হাত ধরে অহিংস আন্দোলন, কখনও গুপ্ত সমিতিগুলির কায়া অবলম্বনে অগ্নিযুগের সহিংস সংগ্রাম। ভারতে ব্রিটিশ সরকার মূলত এক কড়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হল, কিন্তু তবুও ভেঙে পড়ল না। সৈয়দ আহমেদ খানের আলিগড় আন্দোলনের স্রোত গায়ে মেখে মুসলিম লীগ তার জন্মলগ্ন থেকেই দেশের স্বাধীনতা অর্জনের বদলে মুসলিম ভাবাবেগের জাগরণ আর পৃথক রাষ্ট্র গঠনের বিষয়গুলিকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছিল। ১৯৩৩ সালে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরি রহমত আলি ভারতের রাজনৈতিক জটিলতার সমাধানের উপায় হিসেবে 'পাকিস্তান' নামে একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের কথা যখন প্রচার করলেন, তাকে প্রায় লুফে নিয়ে শুরু হল জিন্নার কর্মকাণ্ড। ১৯৪০-এর লাহোর অধিবেশন থেকে সরকারিভাবে তথা সার্বিক পন্থায় জিন্না ও ফজলুর হকের 'পাকিস্তান' গঠনের ডাক অতি দ্রুত ঔপনিবেশিক যাঁতাকল থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে জন্ম দিল এক ব্যাপক বৈপরীত্যের। ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত যখন এদেশে প্রকট, তখনও ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকাণ্ড থেমে থাকেনি। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, হিন্দু মহাসভা--- এই রাজনৈতিক চতুষ্কোণের অলিন্দ অতিক্রম করে সর্বোচ্চ লক্ষ্যে রাসবিহারী বসুর গড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যভার হাতে তুলে নিয়ে জাপানের সহযোগিতায় যখন আগুয়ান হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বসু, তখন একটু একটু করে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বুনিয়াদ থেকে পলেস্তোরা খসে পড়তে শুরু করেছে। 'ক্রিপস মিশন' ব্যর্থ হওয়ার অনেকটা পরে সাম্রাজ্যের অগুনতি ইঁট খুলে পড়ল ঠিক সেসময়, যখন ১৯৪৬-এর নৌ-বিদ্রোহ গোটা ব্রিটিশ সামরিক শক্তির ভিতটাকে নাড়িয়ে দিল। তখন, ইংল্যান্ডের ক্ষমতায় লেবার পার্টি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলির কাছে এসে পৌঁছল ব্রিটিশ



গুপ্তচর বিভাগের সতর্কবার্তা। যুদ্ধক্লান্ত সরকারের মাথায় বসে থেকে এটলি বুঝলেন ভারতে যে কোনও সময় বিরাট মাপের বিদ্রোহ শুরু হতে পারে। সেনার অভ্যন্তরে রোষ, আর্থিক বিপন্নতা, ভারতের অন্দরে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত, এ সবকিছু ব্রিটিশ সরকারের গলায় তখন কাঁটার মতো বিঁধছে। হাউস অফ কমন্সের প্রায় প্রত্যেকেই একমত হলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের একেবারে শেষ লগ্নে এসে এ দেশ থেকে আর কিছুই ব্রিটেনের পাওয়ার নেই। এটলি ঘোষণা করে দিলেন--- ১৯৪৮ সালের ৩০ জুনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অনুমোদন করতে চলেছে। ১৯৪৬ সালের ২৩ মার্চ তিনিই এদেশে পাঠালেন তিন সদস্য-বিশিষ্ট ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি দল। আনুষ্ঠানিকভাবে, শুরু হয়ে গেল ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া। ভারত একটু একটু করে পা বাড়াল মধ্যরাতের স্বাধীনতার দিকে।

সুদীর্ঘকাল ধরেই ভারতের অভ্যন্তরে একটা আপাত জাতীয় চরিত্র বিদ্যমান। মূলত, হাজারও বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্যটা দেখা বা বোঝা যায়, শয়ে শয়ে আসা ঝড়-ঝাপটাতেও তার গুরুতর অবক্ষয় কোনও কালেই ঘটেনি। বহুধর্মীয় অস্তিত্বের মধ্যেও যে একাত্মা ভারত বয়ে নিয়ে এসেছিল--- তার টালমাটাল অবস্থাটা এই প্রথমবারের মতো মাথা তুলে দাঁড়াল। ক্যাবিনেট মিশনের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সবরকম চেষ্টা বিফলে যাওয়ায়, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব দিলেন। এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হলেন জিন্না, ১৯৪৬-এরই ১৬ আগস্ট ডাক দিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের। ভারতের একাত্মা তখন বিচলিত, দ্বিধাবিভক্ত, ক্ষয়িষ্ণু। জাতি-দাঙ্গায় লাল হয়ে উঠল কলকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা। ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ল বিহার, পাঞ্জাব, ইউনাইটেড প্রভিন্সেসে। খুব সহজেই ধারণা করা যায়, স্বাধীনতা লাভের এমন একটা পর্যায়ে এসে এরকম খেয়োখেয়ি প্রকৃত স্বরাজপন্থীরা চায়নি। তবে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের কাছে আপেক্ষিক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় সত্ত্বা। ক্যাবিনেট মিশন ভারতকে অবিভক্ত রাখার প্রয়াস নিয়েছিল, কিন্তু দেশভাগ ছিল শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

এল নতুন বছর--- ১৯৪৭; দাঙ্গা তবুও থামে না। ২৪ মার্চ নতুন বড়লাট হয়ে এদেশে এলেন মাউন্টব্যাটেন। মার্চ থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ভারতের জাতীয় স্তরের নেতৃত্ব, দেশীয় রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে প্রায় ১৩৩ বার বৈঠকে বসেন। তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, দেশভাগ অনভিপ্রেত হলেও এছাড়া কোনও উপায় নেই। তাঁর পরিকল্পনার খতিয়ানে ভালো-মন্দ দু'দিকই ছিল। 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' দুটো ডেমিনিয়ন তৈরি তো হবেই, সাথে ভোটাভুটির মাধ্যমে ঠিক হবে কোন কোন প্রদেশ কোন ডেমিনিয়নে যোগ দেবে। ৪ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিনা বাধায় পাশ হয়ে যায় 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন'। আসলে, ভারতের স্বাধীনতার দিনটিকে ত্বরান্বিত করা মাউন্ট ব্যাটেনেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। যত দ্রুত দাঙ্গা নিরসনের এই একটাই পথ খোলা। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে ক্রমাগত সংঘাত আর বাকবিতণ্ডা নেহরুর অন্তর্বর্তী সরকারের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে--- এই আশঙ্কায়, মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখটি এগিয়ে আনেন। প্রসঙ্গত, ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত, একটানা, ২৬ জানুয়ারি তারিখটিকে কংগ্রেস স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে আসছিল। 'সাইমন কমিশন'-এর প্রতিবাদে ভারত যখন উত্তাল, রাভী নদীর তীরে ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে ২৬ জানুয়ারি তারিখে, সারা ভারতজুড়ে ফি বছর 'পূর্ণ স্বরাজ দিবস' পালনের যে সিদ্ধান্ত নেহরু নিলেন--- তা গৃহীত হল। মহাত্মা গান্ধি এর নাম রেখেছিলেন--- 'স্বতন্ত্রতা সংকল্প দিবস'। এমতাবস্থায়, স্বাধীনতা দিবসের নতুন তারিখ বাছতে উৎসাহের শেষ নেই মাউন্টব্যাটেনের। সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব চাপল বাউন্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার সিরিল র‍্যাডক্লিফের কাঁধে। অনেকটা অপটু হাতে করা চূড়ান্ত খসড়াটি তিনি জমা দিলেন ৯ আগস্ট। মাউন্টব্যাটেন অবশ্য তার আগেই বেছে নিলেন ১৫ আগস্ট তারিখটিকে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় নিতে তিনি চাননি। তারিখটা তাঁর ভীষণ পছন্দের। ১৯৪৫ সারে ৰপ্ত আগস্ট জাপানের সম্রাট হিরোহিতো সরকারিভাবে মিত্রশক্তির কাছে নতি স্বীকার করেন। তাই ১৯৪৭ সালের এই তারিখটি জাপানের আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বার্ষিকী। মাউন্টব্যাটেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যান্ডের সর্বোচ্চ সহযোগী কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন; পরে তিনিই জাপানের আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণে স্বাক্ষর করেছিলেন। দিনটির মাহাত্ম্য এখানেই।

সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ ও প্রায় সব শ্রেণির মানুষই জেনে গেল--- ভারতের বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার দিনটি শিয়রে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে একটা শুভ সময় ধার্য করা প্রয়োজন, যে সময়ে উপস্থিত থাকবেন সকলে। জ্যোতিষ মতে ১৫ আগস্ট--- মানে ভোরের সূর্যোদয় থেকে দিনটি শুভ নয়! আবার তার আগের দিন, মানে ১৪ আগস্ট, মাউন্টব্যাটেন করাচিতে থাকায় সরকারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করাও অসম্ভব। দু'পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতায় 'বহু যুদ্ধের ঘোড়া' মাউন্টব্যাটেনের জুড়ি মেলা ভার। তিনি ঠিক করলেন, রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ পাকিস্তানের স্বাধীনতালাভ চূড়ান্ত করবেন, যাতে পাক কর্মকর্তারা দ্রুত নয়াদিল্লিতে ভারতের স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। অন্যদিকে, রমজান মাসের ২৭তম দিন হওয়ায়, হিজরি বর্ষপঞ্জিতে ১৪ আগস্টের একটা আলাদা মাহাত্ম্য রয়েছে। এদিকে, ব্রিটিশ কর্তৃত্ব থেকে পাকিস্তানির স্বাধীনতা দান চূড়ান্ত হওয়ার পর নয়াদিল্লিতে ওই মধ্যরাতেই শুরু হল ভারতের স্বাধীনতালাভের অনুষ্ঠান। চিরদিনের জন্য নামল ব্রিটিশ 'ইউনিয়ন জ্যাক', উঠল ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্রায় সকলেই ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খানের সানাইয়ের সুরে আবিষ্ট হলেন। কণ্ঠের জাদুতে 'বন্দে মাতরম'-কে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেলেন সুচেতা কৃপালনি। আলোর রোশনাইয়ে সৌরজগতের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল লালকেল্লা। সে রাতে, চোখের পাতায়, নিদ্রাকে আসতে দেয়নি অনেকে। ভারতের পুরনো সংসদ ভবনের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে নেহরু বললেন, 'মধ্যরাত্রির ঘণ্টা যখন বাজবে, সমগ্র বিশ্ব যখন গভীর নিদ্রামগ্ন, ভারত তখন জেগে উঠবে জীবন ও স্বাধীনতার চেতনায়।' পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতার সূর্য যেভাবে হতাশার অন্ধকারে ডুবেছিল, উল্কার গতিতে ৪৭-এর সেই মধ্যরাতের আকাশে সে সূর্যেরই উদয় দেখল প্রত্যেকে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়েও গান্ধিজি ভারতের স্বাধীনতা উদযাপনে সামিল হননি। তিনি তখন দাঙ্গার উত্তেজনা প্রশমনে লক্ষ্যে এসে উঠেছেন বেলেঘাটার ঘিঞ্জি সাদা খিলান দেওয়া 'হায়দরি মঞ্জিল' নামের বাড়িটিতে। আসলে খাঁটি দুধের স্বাদ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই দেশভাগের মধ্যে দিয়ে যে স্বাধীনতা ভারত পেল, তা কখনওই যথার্থ নয়! গান্ধিজির এই ভাবনা একেবারেই ত্রুটিপূর্ণ ছিল না। মধ্যরাত ভারতকে যে স্বাধীনতা দিল, আখেরে সে স্বাধীনতা ভারত চায়নি। ভোর ভোর ট্রেনে চেপে শুরু হল দূর-গমন; সবুজ সিংবা হলুদ ঘাসের সারা শরীর দাঙ্গার 'ক্ষত' বহন করা ছিন্নমূল মানুষের পদসঞ্চালনা। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মুখে তখন দুটো প্রধান লক্ষ্য--- সদ্য-স্বাধীন ভারতের ভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামোয় অতি দ্রুত জাতিগঠনের প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করা, আর--- দেশভাগের মতো আর কোনও পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করা। একটা সময় শিখ আন্দোলনের নেতা তারা সিং জিজ্ঞাসা করেছিলেন--- 'মুসলিমরা তাদের পাকিস্তান পেয়েছে, হিন্দুরা তাদের হিন্দুস্থান পেয়েছে, কিন্তু শিখরা কী পেল?' ভারতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে তখন শোনা যাচ্ছে চাপা স্বর। এ প্রসঙ্গে, শেষবারের মতো, রবীন্দ্রনাথের সেই ১৯৪১-এর লেখনীতে ফেরা যাক--- 'কিন্দু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুল্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।' কবির মৃত্যুর সাড়ে-ছয় বছর পর--- সারা ভারতে সেই মধ্যরাতের ঘোর তখন কেটে গিয়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধের আবহে একটা প্রতিকূল উত্তেজনা, একের পর এক দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধিকার--- স্বশাসনের দাবি, গান্ধির হত্যা, সাম্প্রদায়িকতার দরুন আঞ্চলিক বিপন্নতা, দলিত, নিম্নবর্গীয় ও কৃষক আন্দোলন, দারিদ্র, আর্থিক সংকট, শরণার্থী ও উদ্বাস্তু ক্ষত, ভাষা-আন্দোলন ও জাতি দাঙ্গা--- কিছু প্রশ্ন, কিছু হতাশা, কিছু আক্ষেপ--- তখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। নেহরুর বা নেহরু-পরবর্তী ভারতের অঙ্গে, মধ্যরাতে হাসিল করা এই 'আজাদি' কখনওই ঝুঠা নয়, কিন্তু ভালবাসার হাত ধরে পাওয়া মণিহারও তো নয়!

স্বাধীনতা যুদ্ধের বিস্মৃত ষোড়শ

শোভনলাল চক্রবর্তী

অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টে অর্ডার দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা মেলেনি তা এবার হয়ত বুঝিয়ে বলতে হবে আগামী প্রজন্মকে। অমৃতকাল কা মহোৎসব-এর নামে ইতিহাস বই থেকে পারলে তুলে দেওয়ার জোগাড় স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। সারা বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে ঘুরে অমৃতকালের নানান অনুষ্ঠানে স্কুলের ছেলেমেয়েদের এক নতুন স্বাধীনতার গল্প শোনান হয়েছে। সেখানে একটি গান্ধির ছবি সামনে রেখে স্বাধীনতার যুদ্ধে সাভারকার আর বাজপেয়ীর অবদান বর্ণিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় নরেন্দ্র মোদির ছবি না আঁকলে পুরস্কারের আশা নেই। এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে নরেন্দ্র মোদি কি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন? সে বলেছে হ্যাঁ ছিলেন। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে তুমি সুভাষচন্দ্র, গান্ধীজির ছবি আঁকলে না কেন? সে উত্তর দিয়েছে, ওদের ছবি আঁকলে ভারত আবার পরাধীন হয়ে যাবে, তাই আঁকিনি। এই হচ্ছে পরিস্থিতি। স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু নায়ককেই মনে রাখেনি ইতিহাস। তার উপর নতুন করে ভুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একথা ঠিক যে ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে হারিয়ে গিয়েছেন বহু নায়ক-নায়িকা। তাতে অবশ্য তাঁদের কিছু এসে যায়নি। কারণ ইতিহাসের পাতায় নাম তোলা নয়, তাঁদের এক ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতরকে ইংরেজ কবল থেকে মুক্ত করা। আরও এক স্বাধীনতা দিবসের আগে স্মরণ করা হল এরকমই বিস্মৃতপ্রায় কিছু ব্যক্তিত্বকে, যাদের নতুন করে জানার আজ ভীষণ প্রয়োজন।

১) মাতঙ্গিনী হাজরা মহাত্মা গান্ধির ডাকে ভারত ছাড় আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। মেদিনীপুরে তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি মিছিল চলাকালীন ব্রিটিশ পুলিশের গুলি এসে লাগে তাঁর দেহে। তবু তিনি চলা থামাননি। হাতে তেরঙ্গা, মুখে বন্দেমাতরম স্লোগান নিয়ে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তিনি সেইদিন এগিয়ে গিয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নিয়ে।

২) বেগম হযরত মহল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলেন বেগম হজরত মহল। আওয়াধের নবাবকে ইংরেজরা নির্বাসিত করলে তিনি আওয়াধের ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়াধবাসী ইংরেজ শাসিত লখনউ শহর অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। পরে অবশ্য তাঁকে পিছু হঠতে হয়। শেষ পর্যন্ত বেগম হজরত আশ্রয় নিতে বাধ্য হন নেপালে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

৩) সেনাপতি বাপাত স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম স্বাধীন ভারতের পতাকা তোলার মর্যাদা পেয়েছিলেন এই গান্ধীবাদী নেতা। মুলসি সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁকে সেনাপতি বলে ডাকা হত। ইংরেজ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা ও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ আনে। এই অভিযোগ ওঠার পর তিনি নিজেই আত্মসমর্পন করেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। কারণ সত্যাগ্রহী হিসেবে হিংসার পথ নেওয়া তাঁর উচিত হয়নি বলে মনে করেছিলেন সেনাপতি বাপাত। দীর্ঘদিন জেলে কাটাতে হয় তাঁকে।

৪) অরুণা আসাফ আলিমহাত্মা গান্ধির সহযোদ্ধা হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামী। কিন্তু সেভাবে কোনওদিনই প্রচারে ছিলেন না। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় বম্বের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে বারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা তুলেছিলেন এই বীরাঙ্গনা।

৫) পত্তী শ্রীরামুলু গান্ধীর একনিষ্ঠ সমর্থক ও ভক্ত বলা যায় তাঁকে। গান্ধীর মানবতার আদর্শকে সামনে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। দেশ ও মানবতার প্রতি তাঁর এই নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ দেকে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং গান্ধী। একবার শ্রীরামুলু সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'আমার যদি শুধুমাত্র শ্রীরামুলুর মতো আর ১১ জন সমর্থক থাকত, তবে এক বছরেই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতাম।'

৬) ভিকাজি কামা ভারতের অনেক শহরেই কামার নামে সড়ক বা ভবন রয়েছে। তাই তাঁর নামটি অনেকেই জানেন, কিন্তু যেটা জানা নেই তা হল তিনি কে, এবং তিনি কি করেছিলেন। স্বাধীনতার লড়াই শুধু ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে নয়, কামা বুঝেছিলেন প্রকৃত স্বাধীন হতে গেলে দূর করতে হবে লিঙ্গ বৈষম্যও। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার লড়াইও তিনি চালিয়ে গিয়েছেন সারা জীবন ধরে। এমনকী মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় সঞ্চয় তিনি দান করা যান মেয়েদের জন্য তৈরি এক অনাথ আশ্রমে। ১৯০৭ সালে জার্মানির স্টুটগার্টে ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কনফারেন্সে তিনি স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

৭) তারা রানী শ্রীবাস্তব স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সিওয়ান থানার সামনে এক ব্রিটিশরাজ বিরোধী মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন তারা রানী শ্রীবাস্তব। ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে বিদ্ধ হন তাঁর স্বামী। কিন্তু তাতে দমে যাননি তারা রাণী। স্বামীর ক্ষতে ব্যান্ডেজ বেঁধে বাকিদের সঙ্গে এগিয়ে যান মিছিলে। মিছিল থেকে ফিরে দেখেছিলেন স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সেই মৃত্যু তাঁকে স্বাধীনতার জন্য আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের পথেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি। শেষ অবধি তাঁর হাতে উঁচু করে ধরা ছিল স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা।

৮) কানাইয়ালাল মানিকলাল মুন্সি তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন কূলপতি নামে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম এই সেনানির হাতেই গড়ে উঠেছিল ভারতীয় বিদ্যাভবন। আন্দোলন করতে গিয়ে জীবনে বহুবার গ্রেফতার হয়েছেন কূলপতি। কিন্তু তাও আন্দোলনের পথে থেকে তাঁকে সরাতে পারেনি ব্রিটিশ সরকার। জেল থেকে বেরিয়ে আবার নেমে পড়েছেন স্বাধীনতার আন্দোলনে।

৯) পীর আলি খান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একেবারে উষাকালের বিদ্রোহীদের একজন ছিলেন পীর আলি খান। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন খান। সেই বিদ্রোহের পর যে ১৪ জন ভারতীয়কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁদের একজন পীর আলি খান। কিন্তু আজ তাঁর নাম ইতিহাস থেকে প্রায় হারিয়েই গিয়েছে।

১০) কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ভারতের আইনসভায় স্থান পেতে প্রথম যে মহিলা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি হলেন কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। আবার ব্রিটিশ সরকারের হাতে গ্রেফতার হওয়া প্রথম ভারতীয় মহিলাও তিনিই। ভারতের সমাজ সংস্কারের তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতীয় মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে তিনি থিয়েটার, হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্র্যাফ্টকে হাতিয়ার করেছিলেন।

১১) গরিমেল্লা সত্যনারায়ণ প্রায় একার হাতে অন্ধ্রের বাসিন্দাদের স্বাধীনতার লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন গরিমেল্লা সত্যনারায়ণ। তাঁর লেখা অসংখ্য দেশাত্মবোধক কবিতা গান অন্ধ্রবাসীকে তাতিয়ে তুলেছিল ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে।

১২) তিরুপুর কুমারণ দেশবন্ধু ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিরুপুর কুমারণ। ১৯৩২ সালের ১১ জানুয়ারি এক মিছিলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে ব্রিটিশ পুলিশ। ভারতের জাতীয় পতাকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু কুমারণ সেই পতাকা হাতেই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। এমনকী মৃত্যুর পরও তাঁর হাতে শক্ত করে ধরা ছিল সেই পতাকা।

১৩) রাজ কুমারী গুপ্তা তিনি ও তাঁর স্বামী দুজনেই মহাত্মা গান্ধী ও চন্দ্রশেখর আজাদের অনুগামী ছিলেন। কাকরির ট্রেন লুণ্ঠনের ঘটনায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিপ্লবীদের হাতে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। সে কাজে তিনি সফলও হন। আগ্নেয়াস্ত্রগুলি তিনি জামাকাপড়ের নিচে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশের সন্দেহমুক্ত হতে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ৩ বছরের পুত্রকেও। পরে অবশ্য ধরাও পড়ে যান। দুর্ভাগ্যের ঘটনা হল এই যে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাঁকে অস্বীকার করেন তাঁর শ্বশুর বাড়ি আত্মীয়রা।

১৪) ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহগল সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন লক্ষ্মী সেহগল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সেনার হয়ে লড়াই করার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। সুভাষচন্দ্র বসু মহিলা সেনাদেরও নিয়েগ করছেন শুনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন লক্ষ্মী। তাঁকে মহিলাদের নিয়ে 'ঝাঁসির রানী রেজিমেন্ট' গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন নেতাজী। সেই বাহিনীর ক্যাপ্টেন করা হয় তাঁকে।

১৬) বীরসা মুন্ডা মাত্র ২৫ বছর বয়সে মৃত্যু হয় বীরসা মুন্ডার। কিন্তু এই স্বল্পজীবনেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এই আদিবাসী নেতা। তাঁর নেতৃত্বেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। যা ১৯ শতকের শেষভাগে বর্তমান বিহার-ঝাড়খণ্ড এলাকার সমস্ত আদিবাসী জনজাতিগুলিকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

এঁদের মত আরও কত হাজার মানুষের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা, আমরা যেন ভুলে না যাই। ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, তাই আরও বেশি করে আমাদের সচেতন হতে হবে।

সেনার রিপোর্ট বলছে, গালওয়ান সংঘর্ষে ভারত-চিন যুদ্ধ প্রায় বেঁধেই গিয়েছিল

লাদাখ, ১৪ আগস্ট-- যেনতেন প্রকারে প্রতিবেশী দেশের ভূমি দখল করে চিনের উদেশ্য। আর সেই উদ্দেশে কখনো ভারত সীমান্তে নিজেদের সেনা মোতায়েন করে তো কখনো স্থায়ী ছাউনি-গোটা গ্রাম থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত তৈরী করে ফেলে লাল ফৌজ। যদিও ভারতীয় জওয়ানদের দাঁত ভাঙা জবাবে প্রতিবারই বিফলে যায় তাদের অসৎ উদ্দেশ্য। আর সেই রকমই এক ঘটনার প্রমান গালওয়ান সংঘর্ষ। ২০২০ সালের ১৫ জুন গালওয়ান উপত্যকা এলাকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়ায় ভারত ও চিনের সেনা।ভারত-চিন সৈনিকদের হাতাহাতিতে ফলে প্রায় যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল ভারত ও চিনের মধ্যে! সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা একটি রিপোর্ট থেকে সেরকমই অনুমান ওয়াকিবহাল মহলের। সোমবারই দুই দেশের সেনা আধিকারিকরা বৈঠকে বসে । স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এই বৈঠকের আগেই প্রকাশ্যে এসেছে সেনার রিপোর্ট। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, গালয়ানের সংঘর্ষের পরেই অন্তত ৬৮ হাজার সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায়।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাঁদের তুলে নিয়ে গিয়ে সীমান্তে মোতায়েন করে ভারতীয় বায়ুসেনা। শুধু তাই নয়, ৯০টি ট্যাঙ্ক-সহ বিপুল অস্ত্রভাণ্ডারও মজুত করা হয়। সীমান্ত এলাকায় লাগাতার নজরদারির জন্য রাখা হয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান। ভারতীয় সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনার পরে খুব কম সময়ের মধ্যেই বিশাল সংখ্যক সেনাকে লাদাখ সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়। বায়ুসেনার পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার



করেই দুর্গম এলাকাগুলিতে সেনা জওয়ান ও প্রচুর অস্ত্র পৌঁছনো হয়। সেই সঙ্গে মোতায়েন করা হয় বায়ুসেনার সু-৩০ এমকেআই ও জাগুয়ার যুদ্ধবিমান। সীমান্ত এলাকার যাবতীয় কার্যকলাপের দিকে কড়া নজরদারি চালাত এই দুই বিমান।সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, লালফৌজের সমস্ত গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখা যায় তার জন্য সীমান্ত থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরত্বে মোতায়েন করা হয়েছিল নজরদারি বিমান।

সবমিলিয়ে খুব সময়ের মধ্যে ৯ হাজার টন ওজন বহন করেছিল বায়ুসেনার পণ্যবাহী বিমানগুলি। রাফালে ও মিগ বিমানগুলি যুদ্ধের জন্য একেবারে তৈরি রাখা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে সাময়িকভাবে সংঘর্ষবিরতি ঘটে। তবে এখনও সীমান্তের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি।

ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, দুই দেশের মধ্যে সাময়িক সংঘর্ষবিরতিহলেও চিনের অসৎ উদ্দেশ্য আঁচ করে গালওয়ান সংঘর্ষের পরে আরও শক্তিশালী হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। লাদাখ থেকে শুরু করে অরুণাচল প্রদেশ- একাধিক ক্ষেত্রে সীমান্ত এলাকায় অনেক বেশি সক্রিয় হয়েছে সেনা। প্রসঙ্গত, গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে সীমান্ত এলাকায় দুই দেশই প্রচুর পরিমাণে বাহিনী মোতায়েন করেছে। প্রায় ৬০ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে দুই দেশ। তবে সীমান্তে শান্তি ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছে ভারত ও চিন।

মহিলাদের জন্য প্রথম রাজনৈতিক ‘ফেলোশিপ’

দিল্লি, ১৪ আগস্ট-- নজর ২০২৪। কংগ্রেসের এবার লক্ষ্য মহিলা মহল । দলে মহিলা সদস্য বাড়াতে ঝাঁপিয়ে পড়ল কংগ্রেস। যদিও কংগ্রেসের মুখে মহিলা স্বশক্তিকরণ মন্ত্র। সেই মন্ত্রে ইন্দিরা গান্ধি ফেলোশিপ প্রোগ্রাম চালু করল কংগ্রেস। মহিলাদের আরও বেশি করে রাজনীতির প্রাঙ্গণে যোগ দেওয়ানোর উদ্দেশেই এই পরিকল্পনা বলে জানা গেছে। সোমবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি একটি টুইট করে বলেছেন, ভারত তখনই প্রকৃত অর্থে সফল হবে, যখন নারীরা সমাজে পুরুষদের সমান জায়গা দখল করবে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং রাজনীতিতে তাঁদের চলাচলের মাধ্যমেই তা নিশ্চিত করা যাবে বলে জানান তিনি।

কংগ্রেসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়েছে, এই ফেলোশিপই হল ভারতে মহিলাদের জন্য প্রথম রাজনৈতিক ফেলোশিপ। ভারতীয় যুব কংগ্রেসের একটি উদ্যোগ এই ইন্দিরা ফেলোশিপ। ওয়েবসাইটে গিয়ে সরাসরি আবেদন করা যাবে এই ফেলোশিপের জন্য। সেখানে লেখা রয়েছে, রাজনীতিতে আগ্রহী মহিলাদের আহ্বান জানানোর কথা। রাজনীতির সঙ্গে মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে যোগ ঘটাতেই ইন্দিরা গান্ধির সম্মানে এই ফেলোশিপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজনীতিতে নারীদের কণ্ঠস্বরকে আরও জায়গা দিতে এবং সমাজে পরিবর্তন আনতে সবসময় সচেষ্ট ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। তাই তাঁর নামে তৈরি এই ফেলোশিপ লিঙ্গবৈষম্য চুরমার করে রাজনীতিতে নারীদের বাধাগুলি সরাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই ফেলোশিপ যাঁরা পাবেন, তাঁরা অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাবেন বহু কিছু।প্রসঙ্গত, রবিবারই কেরলের একটি জনসভায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি মণিপুরের হিংসা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন, মণিপুরের ঘটনা বিশেষ ধরনের ‘বিভাজন, ঘৃণা এবং ক্রোধের রাজনীতি’-র ফলাফল। একে ‘বিরক্তিকর’ বলে বর্ণনা করে কংগ্রেস দলের নেতা উদ্বেগ প্রকাশ করেন, যে এই ক্ষত সারতে অনেক সময় লাগবে। তাঁর কথায়, ‘মণিপুরের দুঃখ এবং রাগ দ্রুত মিটবে না। এই হিংসা এখনই বন্ধ করা দরকার। আমি নিজের চোখে দেখেছি ওখানে কী হচ্ছে ওখানকার মানুষের সঙ্গে কী করা হচ্ছে। আমার এত বছরের রাজনৈতিক জীবনে আমি কখনও এমনটা দেখিনি।’

মূল্যবৃদ্ধি কমলেও ফের সংকটের মুখে শ্রীলঙ্কা

সরকারকে সতকবার্তা বিশেষজ্ঞদের

কলম্বো, ১৪ আগস্ট-- ২০২২ সালের মার্চ মাস থেকেই কার্যত ভেঙে পড়ে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি। বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আমদানি। দেশের বেহাল অবস্থার জন্য সরকারকে দায়ী করে বিক্ষোভে শামিল হন সেদেশের সাধারণ মানুষ। প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ঢুকে তাণ্ডব চালান লঙ্কাবাসীরা। বেগতিক দেখে দেশ ছেড়ে পালান তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে ও তাঁর ভাই প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে। দীর্ঘদিন পরে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন রনিল বিক্রমাসিংহে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে অগ্নিগর্ভ শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে।



চরম আর্থিক সংকট কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি। দীর্ঘদিন পরে দশ শতাংশের নীচে নেমেছে সেদেশের মূল্যবৃদ্ধির হার। আইএমএফের আর্থিক সহায়তায় ভর করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দ্বীপরাষ্ট্রের অর্থনীতি। তবে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ফের নতুন করে সংকট ঘনাতে পারে সেদেশে। কারণ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও খাবার ও জলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে হুহু করে। তার ফলে আগামী দিনে ফের দুর্দিন দেখা দিতে চলেছে শ্রীলঙ্কায়। বিপাকে পড়তে চলেছেন সাধারণ মানুষ। চলতি বছরের মার্চ মাসে শ্রীলঙ্কা বিশাল অঙ্কের আর্থিক অনুদান দেয় আইএমএফ। তারপরেই ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায় সেদেশের অর্থনীতি। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেদেশের মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৬৯ শতাংশ। কিন্তু গত মাসে সেটা ৬.৩ শতাংশে নেমেছে। দেশের কোষাগারে বেড়েছে বিদেশি মুদ্রার পরিমাণও। আন্তর্জাতিক বাজারে শ্রীলঙ্কার মুদ্রার দরও বেড়েছে। কিন্তু সরকারের ভুল সিদ্ধান্তে ফের দেশজুড়ে সংকট দেখা দেবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

ঠিক কী কারণে ফের সমস্যার মুখে পড়তে পারে লঙ্কার অর্থনীতি? বিশেষজ্ঞদের মতে, ইতিমধ্যেই খাবার ও জলের মতো অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে। আগামী দু’মাসের মধ্যে ফের বড়মাপের মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা দেখা দিতে পারে। জলের মূল্য বাড়িয়েছে সরকার, তার জেরে সমস্যা হবে চাষের ক্ষেত্রেও। এছাড়াও, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে আইএমএফের নিয়মমাফিক চালনা করছে না সরকার। সব মিলিয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে।

নিট-এ অকৃতকার্য হওয়ায় আত্মহত্যা ছেলে ও বাবার

শিক্ষা ব্যবস্থায় বদল আনার আশ্বাস তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর

চেন্নাই , ১৪ আগস্ট - মেডিক্যালের এন্ট্রান্স পরীক্ষা নিট-এ উত্তীর্ন হতে না পেরে আত্মঘাতী হন এক পড়ুয়া। অকৃতকার্যহওয়ায় পর বাড়িতেই আত্মঘাতী হন। চেন্নাইয়ের ক্রোমপেটে ১৯ বছরের পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় রবিবার। পরদিন, সোমবারই বন্ধ ঘর থেকে ফের উদ্ধার হয় বাবার ঝুলন্ত দেহ। তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ জানায়, ছেলের মৃত্যুশোকে ভেঙে পড়েছিলেন বাবাও, সেই কারণেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনিঁ।

উচ্চমাধ্যমিকে ৪২৭ নম্বর পেয়েছিলেন জগদীশ্বরন। মেডিক্যালের এন্ট্রান্সের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসেও মেডিকেল নিট -এ উত্তীর্ণ হয়ে না পেরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন জগদীশ্বরন। এই অবস্থায় শনিবার বারবার চেষ্টা করেও ছেলেকে ফোনে পাচ্ছিলেন না সেলভাসেকর। এর পর বাড়িরই একটি ঘর থেকে ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরদিন সকালে সেলভাসেকরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে তামিলনাড়ু পুলিশ। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। পাশাপাশি ছাত্রদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, খুব দ্রুত শিক্ষা ব্যবস্থায় বদল আনবে সরকার।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে লেখেন, ‘যুবসমাজ যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। খুব দ্রুত শিক্ষা ব্যবস্থায় বদল আনা হবে।’ তিনি লেখেন, ‘রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময় যে বদলের কথা আমরা বলেছিলাম , তা আর কয়েক মাসের মধ্যেই হবে। এনইইটি-র দেওয়াল ধসে যাবে। যারা বলেছিল, 'আমি স্বাক্ষর করব না’, তারা হারিয়ে যাবে।’ মূল কথা হল , নিট-এর চাপ কমাতে নতুন ব্যবস্থা আনতে চলেছে তামিলনাড়ু সরকার।

এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন । পড়ুয়াদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ‘আত্মহত্যার কথা ভেবো না, বরং আত্মবিশ্বাসী হও, জীবন উপভোগ করার চেষ্টা করো।’

প্রবল বর্ষণে বিধ্বস্ত হিমাচল, গত ২৪ ঘন্টায় মৃত ২১

শিমলা, ১৪ আগস্ট - প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। সোলান জেলার যাদন গ্রামে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে একই পরিবারের ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভারী বৃষ্টির জেরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই রাজ্যে ২১ জনের মৃত্যু হয়ছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখু। শিমলা শহরে একটি শিবমন্দিরে ধসে ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে । আশঙ্কা করা হচ্ছে, ভেঙে পড়া কংক্রিটের নীচে এখনও চাপা রয়েছেন ১৫-২০ জন পুণ্যার্থী। মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। গোটা রাজ্য জুড়ে ভূমিধস ও বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সকালে শিমলার সামার হিলের ওই শিবমন্দিরে অন্তত ৫০ জন পুণ্যার্থী জড়ো হয়েছিলেন। ভারী বর্ষার জেরে মন্দিরের একাংশ হঠাৎ করেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। কংক্রিটের নীচে চাপা পড়ে যান মন্দিরের ভিতরে থাকা পুণ্যার্থীদের অনেকে। এখনও পর্যন্ত ৯টি দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। তবে আরও অনেকে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা প্রশাসনের। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে এই খবর জানান। শিমলার ডেপুটি কমিশনার আদিত্য নেগি সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, ভূমিধসের ঘটনায় অনেক মানুষ মাটিচাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা



করা হচ্ছে। অন্য দিকে, ফাগলি এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়ি মাটির নীচে চাপা ধসে গিয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে বাড়ির ভিতরে থাকার পরামর্শ দেন। ভূমিধস প্রবন এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরে যেতে বলা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান জানতে জেলাশাসকদের সং কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত হিমাচলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। পানীয় জল ও অন্যান্য জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এই সঙ্কটসময়ে পর্যটকদের সে রাজ্যে প্রবেশ না করার অনুরোধও তিনি করেছেন।কয়েক দিন ধরেই হিমাচলে ভারী বৃষ্টিপাত চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির পরিমাণ আরও বেড়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে নদীর জলস্তর। ফুঁসছে খরস্রোতা বিপাশা নদী। মুহুর্মুহু পাহাড়ি ধসে ব্যাহত হয়েছে জনজীবন। বৃষ্টি এবং ভূমিধসের কারণে সে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৭৫২টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবং পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা ভেবে হিমাচলের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সোমবার থেকে বন্ধ থাকছে।বৃষ্টির জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে হিমাচলে। হিমাচলের চাম্বা, কাংড়া, হমিরপুর, মান্ডি, বিলাসপুর, সোলান, শিমলার বিচ্ছিন্ন জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে কুলু এবং সিরমাউরে।

বন্যা এবং ভূমিধসের কারণে হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড দেশের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ রাজ্য। রবিবার প্রশাসনের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বর্ষার বিধ্বংসী রূপে হিমাচলে সাত হাজার কোটি টাকার বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হিমাচলে বর্ষার মরসুম শুরুর পর থেকে প্রায় ২৫৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

এদিকে পুজোর ছুটিতে যাঁরা হিমাচলে যাবেন বলে ভেবেছিলেন তাঁদের আবার পরিকল্পনা বদলাতে হচ্ছে। অনেকেরই আগের থেকে ট্রেনের টিকিট কাটা রয়েছে। কারণ হিমাচল জুড়ে এখন ধ্বংসস্তূপ। শিমলা শহরের সামার হিল এলাকায় ভয়ঙ্কর ধস নেমেছে। ভারী বর্ষণের জেরে হিমাচল জুড়ে ভেঙে পড়েছে সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা। সড়ক পরিবহণ, বিদ্যুত এবং পানীয় জল-সহ বিভিন্ন জরুরি পরিষেবা বিপর্যস্ত।

বাড়তি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হল মোদির ‘জিগার কা টুকরা’

ইম্ফল, ১৪ আগস্ট-- জাতিদাঙ্গায় পুড়ছে মণিপুর। পুড়েছে একের পর এক ঘর। বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। বর্তমানে সেনার হাতে রাজ্যের নিরাপত্তা। সেই মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে শুরু হল স্বাধীনতা দিবস পালনের প্রস্তুতি। কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বড়সড় ঘটনার ইঙ্গিত। তাই অস্থায়ী লোহার প্রাচীর তুলে হোর্ডিং লাগিয়ে শুরু হল স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজের মহড়া।

একদা সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মণিপুরকে বলেছিলেন ‘জিগর কা টুকরা’। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেই ‘হৃদয়ের টুকরো’ মণিপুরে গত প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে চলতে থাকা অশান্তি দেখে রাজ্যটিকে মুড়ে ফেলা হল কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে। কারণ, ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জঙ্গি সংগঠন স্বাধীনতা দিবস বয়কট করার ডাক দিয়েছে। উল্লেখ্য, ইম্ফলের মোট জনবসতির ৫৩ শতাংশ মেইতেই সম্প্রদায়। এঁদের দাবি তাঁদের তফসিলি উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হোক। যদিও মেইতেইদের এই দাবি মানতে নারাজ মণিপুরের পাহাড়ের বাসিন্দা নাগা এবং কুকিরা। মণিপুরের এই দুই উপজাতিদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের কিছু বেশি। আর এই দুই জাতির চাওয়া-পাওয়া নিয়েই পুড়ছে মণিপুর।

রবিবারও মণিপুরের পাঁচটি জেলায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে মণিপুরের নিরাপত্তা বাহিনী। এর মধ্যে খাস রাজধানী ইম্ফলও রয়েছে। বিষ্ণুপুর, চূড়াচাঁদপুর, থুবল ছাড়া পূর্ব এবং পশ্চিম ইম্ফলে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। শনিবার থেকে রবিবারের মধ্যে এই পাঁচ জেলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১২টি আগ্নেয়াস্ত্র, প্রচুর গোলাগুলি এবং আটটি বিস্ফোরক। এ ছাড়াও এই পাঁচ জেলা থেকে প্রায় ২৭ কেজি ওজনের ২৫টি আফিমের প্যাকেটও উদ্ধার করেছে তারা। এ দিকে মণিপুরে বহু জঙ্গিগোষ্ঠী ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে স্বাধীনতা দিবসের দিন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। মণিপুরের কো-অর্ডিনেটিং কমিটির বহু বেআইনি সংগঠনও স্বাধীনতা দিবসের দিন মধ্যরাত ১টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মণিপুরের ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (ইউএনএলএফ), পিপল’স লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) এবং প্রিপাক। সম্প্রতি সংসদে বাদল অধিবেশে মণিপুর নিয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের জবাবে বিরোধীদের প্রস্তাবের জবাবি বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন, মণিপুরে খুব শীঘ্রই শান্তি ফিরবে। অশান্তির দায় অনেকটাই মণিপুরের পুরনো শাসক কংগ্রেসের উপর চাপিয়ে মোদি বলেছিলেন, মণিপুর আমার হৃদয়ের টুকরো।

খেরসনে নিহত শিশু সহ ৭

কিয়েভ, ১৪ অগাস্ট-- দক্ষিণ ইউক্রেনের খেরসনে রবিবার রাশিয়ার গোলাবর্ষণে এক শিশুকন্যা, তার ১২ বছর বয়সী ভাই এবং তাদের বাবা-মাসহ মোট সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মর্মান্তিক এই ঘটনায় ১৪ আগস্ট, সোমবার স্থানীয়ভাবে শোক দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। ইউক্রেনীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইগর ক্লাইমেনকো মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে বলেছেন, শায়রোকা বাল্কা গ্রামে তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং দুই শিশু নিহত হয়েছে। রুশ গোলাবর্ষণে ওই অঞ্চলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছেন তিনি। একটি ছবিতে একটি বাড়ির ওপরে কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখা গেছে। ক্লাইমেনকো জানান, একটি পরিবারের স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের ২৩ দিন বয়সী শিশুকন্যা শত্রুদের আর্টিলারির গুলিতে নিহত হয়েছে। এই দম্পতির ১২ বছর বয়সী ছেলেকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে সে মারা গিয়েছে।

এদিকে কর্মকর্তারা বলেছেন, স্তানিস্লাভ গ্রামে ৫৭ এবং ৭১ বছর বয়সী দুজন পুরুষ নিহত এবং একজন নারী আহত হয়েছে।

সন্দেহের বশে সন্তানদের সামনে স্ত্রীকে খুন, ধৃত অভিযুক্ত যুবক

লখনউ, ১৪ আগস্ট-- স্ত্রী অন্যের সঙ্গেবিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন। এই সন্দেহের বশে নাবালক পুত্র-কন্যার সামনেশ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশের এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশের একটি সড়কে গাড়ি থামিয়ে স্ত্রীকে খুন করার পরপুত্র-কন্যাকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষেছিলেন তিনি। তবে টহলদারি পুলিশের নজরে পড়ে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে যায় তারা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তদন্তে নেমেছেপুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার ভোরেসুলতানপুরের কাছে লখনউ-পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে রাহুল মিশ্র নামে এক যুবককেগ্রেফতার করা হয়েছে। ওই এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেনস্ত্রী মণিকা গুপ্ত (৩২)। সঙ্গে ছিল দম্পতির ১২ বছরের কন্যা অংশিকা এবং ছ’বছরের পুত্র অর্থব। অভিযোগ, সুলতানপুরের সিউর গ্রামের কাছে কুরেভর থানা এলাকায় ওইএক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি থামিয়ে শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে খুন করেন রাহুল। পুলিশের দাবি, জেরার মুখে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন রাহুল।

শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানলে হাওয়াই, মৃত ৯৩

হনুলুলু, ১৪ আগস্ট-- শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানলের শিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। হাওয়াইয়ের দাবানলে মৃতের সংখ্যা এক রাতে লাফিয়ে বেড়ে ৯৩ হয়েছে। আগুনে পুড়ে দেহগুলির অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে ডিএনএ পরীক্ষা ছাড়া সেগুলো চিহ্নিত করার কোনও রাস্তা নেই। গত ১০০ বছরে আমেরিকায় অগ্নিকাণ্ডের জেরে এটাই মৃত্যুর সর্বোচ্চ খতিয়ান বলে মনে করা হচ্ছে। গত মঙ্গলবার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মাউই কাউন্টির লাহাইনা শহরে দাবানল ছড়িয়েছিল। শহরের নিকটবর্তী পাহাড়ে প্রথমে আগুন লাগে। হ্যারিকেন ডোরার ইন্ধনে চোখের নিমেষে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাদদেশের লাহাইনা আর কুলায়। এত মানুষের মৃত্যুতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে।

পুড়ে খাক১২ হাজার মানুষের বাসস্থল লাহাইনা। যে দিকে চোখ যায়, সার সার পোড়া বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, রাস্তার ধার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুড়ে ঝামা হয়ে যাওয়া গাড়ির সারি আর মাঝে মাঝে পোড়া গাছের গুঁড়ির অবশিষ্টাংশ। প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, প্রশাসন যদি আর একটু তৎপর হত, সময়ে সকলকে সতর্কবার্তা পাঠাত, তা হলে এত মানুষের মৃত্যু হত না।

লাহাইনার বাসিন্দা ভিলমা রিড বললেন, ‘শহরে যে আগুন লেগেছে তা কখন জানতে পারলাম? যখন আমার বাড়ির উল্টো দিকের রাস্তায় দেখলাম আগুন জ্বলছে। মৃত্যু সাক্ষাৎ সামনে দাঁড়িয়ে আছে।’ ৬৩ বছরের প্রৌঢ়া জানালেন, মেয়ে, নাতি আর দু’টো বিড়াল নিয়ে গাড়িতেই রয়েছেন তিনি। ওটাই এখন মাথা গোঁজার একমাত্র আশ্রয়। লাহাইনার প্রশাসন অবশ্য জানিয়েছে, তারা জরুরি



পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজে নেমেছে।

ঘরহারাদের জন্য খোলা হয়েছে ত্রাণশিবির। আপাতত পোড়া শহরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। পাশাপাশি কুলা এবং লাহাইনার রয়ে যাওয়া হাতে গোনা বাসিন্দাদের বলা হয়েছে, সরবরাহের জল যেন না পান করেন, এমনকি ফুটিয়েও নয়। কারণ, প্রচুর পাইপ ফেটে জলে রাসায়নিক দূষণ ছড়িয়ে থাকতে পারে।

১৯৪৬ সালের সুনামিতে ১৫০ জনের প্রাণ গিয়েছিল হাওয়াইয়ে। তার পরেই আপৎকালীন সতর্কবার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বসানো হয়েছিল সাইরেন। প্রতি মাসে তার শব্দ শোনা যায়, পরীক্ষা হয়— কাজ করছে কি না। এ যাত্রায় প্রাণ নিয়ে সরে যেতে পেরেছেন যাঁরা, কোনও সাইরেনের শব্দই পাননি বলে জানাচ্ছেন। অভিযোগ করেছেন, অবিশ্বাস্য দ্রুততায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

শাহরুখের আক্ষেপ ‘ড্রিমগার্ল’ জনপ্রিয়তায়

মুম্বই, ১৪ আগস্ট-- তিনি বলিউডের বাদশাহ খান। তাঁর সিনেমা আসা মানেই হলে দর্শকের ঢল। সম্প্রতি ‘জওয়ান’ সিনেমায় তাক লাগিয়েছেন অভিনয়ে । সেই শাহরুখই কিনা জনপ্রিয়তা পেতে সাজতেন মোহময়ী। মানে একদা, নানান অভিনয়ে তার চরিত্র হত মহিলার। সম্প্রতি নেটদুনিয়ায় শাহরুখের একটি পুরনো চিঠি ভাইরাল হয়েছে। যেখানে শাহরুখ লিখেছেন, ‘ছোটবেলা থেকেই মিমিক্রি করতাম। হেমা মালিনী, দেব আনন্দ, পৃথ্বীরাজ কাপুর, রাজ বব্বরের মতো অভিনেতাদের। সে থেকেই কলেজে নামডাক। কলেজের নানা নাটকে অভিনয়ও করেছি। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাকে মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছিল। যেন স্নো হোয়াইটের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করে খুবই প্রশংসা পাই। দিল্লিতে আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি। ওই পুরস্কার জিতেই আত্মবিশ্বাস কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল। আর তখন থেকেই সিনেমায় অভিনয়



করার ইচ্ছে জাগে।’প্রসঙ্গত, ‘পাঠান’ সুপারহিট হওয়ার পর থেকেই শাহরুখের পরবর্তী ছবি ‘জওয়ান’-এর দিকে নজর ছিল সকলের। ইতিমধ্যেই ছবির ২ মিনিট ১২ সেকেন্ডের প্রিভিউ অর্থাৎ আগাম ঝলক প্রকাশ্যে এসেছে। আর তাতেই উত্তাল শাহরুখভক্তরা। কিং খানের অ্যাকশন দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন তাঁরা। তবে শাহরুখ কোনও ছবিতে থাকবেন আর রোম্যান্স থাকবে না তা তো হয় না! অ্যাটলির পরিচালনায় দিব্যি নয়নতারার প্রেমে মজেছেন বলিউড বাদশা। আর তা দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা।

খেলার ময়দানে

মোহনবাগানের পাখির চোখ এএফসি কাপে নেপালকে হারানো

নিজস্ব প্রতিনিধি— ডার্বি ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস হেরে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের কাছে। হেরে যাওয়াটা খেলার একটা অঙ্গ। তাই অতীতকে নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে রাজি নন মোহনবাগানের কোচ জুয়ান ফেরান্দো। আগামী বুধবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এএফসি কাপের অভিযানে নামছে মোহনবাগান। মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ নেপালের মাছিন্দ্রা এফসি। এই দলটি ৩-২ গোলে ভূটান পারো এফসি-কে হারিয়ে কলকাতা পৌঁছেছে। ডার্বি ম্যাচে হেরে যাবার পরে কোচ জুয়ান ফেরান্দো বলেন, গত ম্যাচে কি হয়েছে তা নিয়ে সময় নষ্ট না করাই ভালো। এখন আমাদের সামনে এএফসি কাপের খেলা। গত ম্যাচে ভুলের শিক্ষা দেখে নতুন করে রূপরেখা তৈরি করতে চাই। সবুজ মেরুন দল বেশ শক্তিশালী তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই দলে জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়রা রয়েছেন। পাশে বিদেশি ফুটবলাররাও খেলবেন এএফসি কাপে। মাঠে দেখা যাবে বিশ্বকাপার জেসন কামিন্সকে। সব মিলিয়ে বলতে পারা যায় নেপাল দলকে বেশ চাপের মধ্যে পড়তে হবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। খেলোয়াড়রাও চেষ্টা করবেন শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই করে জয় ছিনিয়ে আনতে। এটা মনে রাখতে হবে নেপালের দলটি এই মুহূর্তে বেশ উজ্জীবিত। তারাও চেষ্টা করবে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জের সামনে ঠেলে দিয়ে বাজিমাৎ করতে।

নেপাল দলের কোচ মনে করছেন মোহনবাগান অবশ্যই বেশ শক্তিশালী তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কোনও লড়াইয়ে জেতার জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুরন্ত ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই লক্ষ্যে নেপালের দলটি তৈরি। যতই হোক এএফসি কাপের ফুটবলে খেলতে এসেছে তখন তারাও পরিকল্পনা কষেই প্রতিপক্ষ মোহনবাগানকে খুব সহজেই ছাড় দেবে না।

মোহনবাগান দলে বিশ্বকাপার জেসন কামিন্সের কাছে এই লড়াইটা অবশ্যই মর্যাদার। তিনি গোল করে দলকে জেতাতে চান।

শেষ পর্যন্ত পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে জয় পেল ইস্টবেঙ্গল



নিজস্ব প্রতিনিধি— পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দিয়ে ইস্টবেঙ্গল জয়ের মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ফুটবল লিগে গ্রুপ শীর্ষে উঠে এলো। সোমবার ডার্বি ম্যাচের পরে ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গল পুলিশ এসি-র বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছিল। ডার্বি ম্যাচে মোহনবাগানকে হারিয়ে এই ম্যাচটার দিকে সবার লক্ষ্য ছিল ইস্টবেঙ্গল কি জয়ের ধারা ধরে রাখতে পারবে? অবশ্য অন্যদিনের তুলনায় লাল হলুদ ব্রিগেডকে সমর্থন জানানোর জন্য সমর্থকদের ভিড় সেইভাবে চোখে পড়েনি। সুপার সিক্সে যোগ্যতা করবার জন্য এই ম্যাচটা জেতা খুবই জরুরি ছিল। আর এই কঠিন কাজটা সহজ করে দিয়েছেন অতুল উন্নিকৃষ্ণাণ ও অতনু দাসরা। এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল ৯টি ম্যাচ খেলে ২১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে। আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভবানীপুর। তারা ৮ ম্যাচ খেলে ২০ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিন নম্বরে রয়েছে খিদিরপুর তার ৯ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট পেয়েছে। চার নম্বরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এরিয়ান। তারা ৮ ম্যাচ খেলে ১৮ পয়েন্ট পেয়েছে। অর্থাৎ এই চারটি দল সুপার সিক্সে যাওয়ার দৌড়ে রয়েছে। তবে ইস্টবেঙ্গল এদিন জয় পেলেও এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়।

এদিন খেলার প্রথম থেকেই ইস্টবেঙ্গল আক্রমণ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকে। সেই সুবাদে খেলার ১৫ মিনিটে অভিষেক কুঞ্জম গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন। প্রথমপর্বে আর কোনও গোল না হলেও বেশ কয়েকটি সুযোগ হাতছাড়া করে ইস্টবেঙ্গল। খেলার দ্বিতীয়পর্বে শুরু হতেই পুলিশের খেলোয়াড়রা ছক কষে খেলতে থাকেন। ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগের ভুলে ৪৮ মিনিটের মাথায় পুলিশের জগমিত সিং গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন। ইস্টবেঙ্গলের দীপ সাহা ও আমন সি কে এদিন সেইভাবে নিজেদের তুলে ধরতে পারেননি। পুলিশের খেলোয়াড়রা রক্ষণভাগে ব্যারিকেড তৈরি করে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণকে বার বার প্রতিহত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত খেলার ৮৮ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দারুন গোল করে পিভি বিষ্ণু। বিষ্ণুর গোলেই ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

নেতাজি সুভাষ ফুটবল কোচিং ক্যাম্পের বার্ষিক ফুটবল প্রতিযোগিতা



নিজস্ব প্রতিনিধি— বর্তমানে মোবাইল ফোনে সীমাবদ্ধ যুব সমাজ। একে তো খেলার উপযুক্ত মাঠ নেই তার উপর পড়াশোনার চাপে ছোটোরা খেলার সুযোগ পাচ্ছেনা।

মোবাইল ফোনের আশক্তি থেকে দুরে সরিয়ে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের মধ্যে ফুটবল খেলার আগ্রহ তৈরি করতে বেহালার নেতাজি সুভাষ ফুটবল কোচিং ক্যাম্পের উদ্যোগে অনুষ্ঠীত হল বার্ষিক ফুটবল প্রতিযোগীতা। যেখানে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও ফুটবল প্রতিযোগীতায় অংশ নেন। খুদে ফুটবলারদের উতসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন তাদের বাবা মায়েরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা কেয়া সিনহা, বিশিষ্ট ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, অরিন্দম ভট্টাচার্য, ফাল্‌গুনী দত্ত, মহিলা ফুটবলার আলপনা শিল এবং কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার, ফুটবল কোচ সঞ্জয় সেন এবং নিমাই দত্তর মতো ব্যাক্তিত্বরা।

সাংসদ বলেন, গরিব ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করতে এদের উদ্যোগ খুবই ভালো। তিনিও সরকারিভাবে চেষ্টা করছেন যাতে পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের খেলাধুলার সুস্থ পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'ভগবদ-গীতা অধ্যয়নের চেয়ে ফুটবল খেলে স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছানো যায়। এই মন্ত্রকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলেছে নেতাজি সুভাষ ফুটবল কোচিং ক্যাম্প।

এটি রাজনৈতিক কোন সংগঠন নয়। ক্লাবটি ফুটবল প্রতিভাবান কম সুবিধাপ্রাপ্ত বাচ্চাদের পাশে আগাগোড়াই থেকে এসেছে। এই বছর স্বাধীনতার ৭৬ বছর পূর্তি উদযাপনের পাশাপাশি বার্ষিক ফুটবল টুর্নামেন্টের অনুষ্ঠান আয়জন করা হয় বেহালার নব তরুন সংঘের মাঠে। ফুটবল কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে ১০ জন প্রতিভাবান ও কম সুবিধাপ্রাপ্ত বাচ্চাদের হাতে খেলার সরঞ্জাম, পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়া হয়। সাথে আয়োজন করা হয়েছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।

শহর জুড়ে ১১০টিরও বেশি জুনিয়র ফুটবল উৎসাহীরা এই টুর্নামেন্টে অংশ নেন। এই ফুটবল ক্লাবটি তাপস ঘোষের মতো প্রশিক্ষিত ফুটবল কোচের দেওয়া প্রশিক্ষনের মধ্য দিয়ে প্রায় ২০ জন সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র এবং ছাত্রিদের বিনামূল্যে কোচিং প্রদান করে চলেছে। এই কোচিং সেন্টারে ৬ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের ফুটবল কোচিং দেওয়া হয়। এখানে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও সমান ভাবে ফুটবলের প্রশিক্ষন নেয়। চলতি বছরে এই ক্লাবের ছাত্রীরাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়জিত কন্যাশ্রী ফুটবল ম্যাচে সাফল্য পেয়েছে।

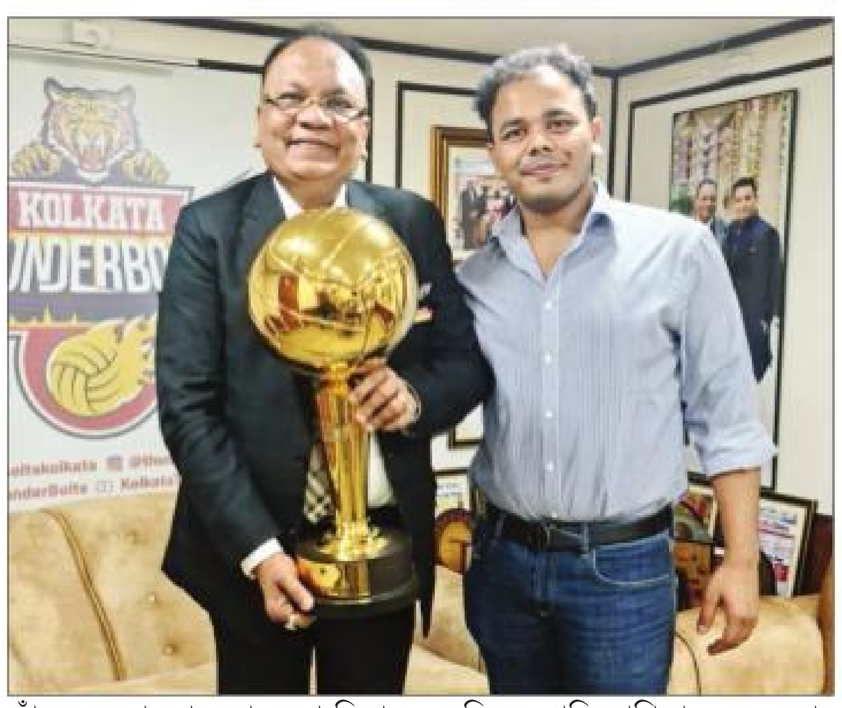
নেতাজি সুভাষ ফুটবল কোচিং ক্যাম্পের গেমস সেক্রেটারি বিপ্লব কোনার বলেছেন, আমরা ২০২১ সালে কোভিডের পরেই ফুটবল কোচিং সেন্টার শুরু করেছি। এই ক্লাবের প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের পর স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়া হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। এই কোচিং সেন্টাএর থেকে খেলোয়াররা বিভিন্ন জায়গায় অংশগ্রহণ করেছে এবং সাফল্য পেয়েছে। এখানকার প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা বিকাশের জন্য ১৪টি আন্তঃক্লাব টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভলিবলের প্রসারে ও অগ্রগতিতে ব্যতিক্রমী চরিত্র পবনকুমার

পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী

খেলার ময়দানে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। ভাবনার মধ্যে একটা আন্তরিকতার কথা কথা বলে যায়। ক্রিকেট বা ফুটবল নিয়ে মাতামাতি করতে রাজি নন। তাই নতুন প্রজন্মকে অন্য খেলার মধ্যে দিয়ে আলোর সন্ধান দিতে চান। আর সেই লক্ষ্যেই ভলিবলকে আঁকড়ে ধরেছেন পবনকুমার পাটোদিয়া। কলকাতা থান্ডারবোল্টসের কর্ণধার ও শিল্পপতি পবনকুমার শুধু একা নন, সপরিবারে ভলিবলকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নতুন রূপরেখা তৈরি করে ফেলেছেন। ভলিবল অন্তঃপ্রাণ পবনকুমার মানুষটির ইচ্ছাশক্তিকে তারিফ করতেই হবে। তার স্পষ্ট জবাব ক্রিকেটে টাকা ঢালো, তুমি কদর পাবে। ফুটবলে টাকা দাও সহজেই খবরে উঠে আসবে। কিন্তু নতুন প্রজন্মকে কীভাবে স্বপ্ন দেখাতে হবে, সে বিষয়ে কোনও কথা নেই। অনেক খেলার জগতের কর্মকর্তারা শিল্পপতি দেখলেই ছুটে আসেন। আর বলেন, আমাদের স্পনসর করুন। বলুন তো কী লাভ? আমার লক্ষ্য বাংলা থেকে এমন কিছু ছেলেমেয়েকে আলোর দিশা দিতে হবে, সেই আলোয় আলোকিত হয়ে তাঁরা বাংলার সম্মানকে পৌঁছে দেবে আন্তর্জাতিক স্তরে।

তাই বাংলার একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা ছেলেমেয়েদের নতুন স্বপ্ন দেখানে শিল্পপতি পবনকুমার ভলিবলকে পছন্দের তালিকায় রেখে এগিয়ে এসেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন তাঁদের সামনে যদি কিছু স্বপ্ন তুলে ধরা যায় তাহলে এঁরাই পারবে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করতে। ভলিবলে কেউ সেইভাবে তুলে ধরতে টাকা থলি নিয়ে এগিয়ে আসবেন না। তাই প্রতিভাবান ভলিবল খেলোয়াড়রাও অঙ্কুরেই হারিয়ে যান। তিনি আরও বলেন, আমি দেখেছি কত দুস্থ পরিবার থেকে ছুটে এসেছেন মাঠে। কিন্তু তাঁদের সহযোগিতা করার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।



তাঁদের করুণ মুখগুলো দেখে সিদ্ধান্ত নিই ভলিবলের জন্য রূপরেখা তৈরি করে খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পবনকুমার পাটোদিয়া শুধু একা নন। ছেলে সুমেধ পাটোদিয়া ভলিবলকে একটা ভালো জায়গায় পৌঁছে দেবার জন্য সবরকম প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। সেই সূত্রে প্রাইম লিগ ভলিবল প্রতিযোগিতা শুরু করার লক্ষ্যে তাঁর ভূমিকাকে অবশ্যই কদর করতে হবে। আর প্রাইম লিগ ভলিবল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বেশ কিছু খেলোয়াড় নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। তারই ফসল হিসাবে কুশল মুন্সি আজ শিরোনামে উঠে এসেছেন। পেশাদারী প্রাইম লিগ ভলিবল শুরু হতেই খেলোয়াড়রাও নানা ভাবে উপকৃত হচ্ছেন। আর এই প্রতিযোগিতায় প্রথমবারই কলকাতার থান্ডারবোল্টস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন দলের হয়ে খেলেছেন কুশল মুন্সি। কুশল অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতির ভলিবল খেলোয়াড়। শুধু তাই নয় এশিয়ান গেমসে দীর্ঘদিন বাদে ভারতীয় ভলিবল দল যাচ্ছে। এটা ভলিবলের কাছে দারুন বার্তা।

পবনকুমার ও সুমেধ পাটোদিয়া বলেন, আগামী দিনে সারা বাংলাজুড়ে ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলব। সেখানে কমপক্ষে ৫০-৬০ জন খেলোয়াড় অংশ নেবেন। তাঁদের থেকে যদি ৫জনও খেলোয়াড় উঠে আসেন সেটাই হবে সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমরা বিশ্বাস করি আগামী দিনে শুধু এশিয়ান গেমস নয় অলিম্পিক গেমসেও ভারত অংশ নিতে পারবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে ভলিবল কোর্টে নিয়ে আসা। যদি সঠিক পদ্ধতিতে ভলিবল খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে তাঁরা উজ্জ্বল ভূমিকা নিতে পারবেন বাংলা থেকে ভারতে। সরকারি অনুদানের প্রয়োজন হবে না। খেলোয়াড়দের সবরকম সহযোগিতা করতে পারলে তাঁরাও দারুন ভাবে উদ্বুদ্ধ হতে পারবেন। এটাই হল আমাদের পাখির চোখ। আগামী ডিসেম্বর মাসে ওয়ার্ল্ড কাপ ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ভারতীয় দল যাবে তেহেরানে। সেখানে বাংলার খেলোয়াড়রা জায়গা করে নেওয়ার জন্য তৈরি রয়েছেন। ভলিবলকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে প্রসেনজিৎ দত্ত ও গোবিন্দ ভট্টাচার্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন।

ভলিবল প্রসারে এবং তরুণ প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ভলিবল কোর্টে নিয়ে আসার জন্য আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দুর্গাপুজো কমিটিদের নিয়ে একটি ভলিবল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতা থান্ডারবোল্টস এই উৎসবের আয়োজক হিসাবে এগিয়ে এসেছে।

ইউরোপ ছেড়ে এবার সৌদি আরবে নেইমার

আবুধাবি— নেইমার আর যে থাকবেন না পিএসজিতে, তা বোঝাই যাচ্ছিল। পিএসজিও চাইছিল না আর নেইমারকে। ফ্যাব্রিজিও রোমানিও দাবি করেছেন, এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড প্যারিস ছেড়ে যাচ্ছেন সৌদি আরবে। আল হিলালের প্রস্তাবে রাজি হয়ে দুই বছরের জন্য তিনি যাচ্ছেন সৌদি আরবে। নেইমারকে পেতে ১০০ মিলিয়ন ইউরো খরচ করছে আল হিলাল। পিএসজি, নেইমার এবং আল হিলাল এরমধ্যে চুক্তির সব কাগজপত্র যাচাই করে নিয়েছে। সৌদি ক্লাবটির সঙ্গে ২৫ জুন ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হবেন নেইমার। শর্তসাপেক্ষে যেটা আরও এক বছর বাড়তে পারে। এই ঐতিহাসিক চুক্তি হয়ে গেলে ইউরোপ ফুটবলকে অন্ধকারে ঠেলে তিন মহাতারকাই চলে যাবেন আলাদা ঘরানায়। এর আগে রোনাল্ডো আরবেই গেছেন। মেসি চলে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। নেইমারও চলে যাবেন আরবে। ব্রাজিলিয়ান তারকার মেডিকেল হবে ও এরপর তিনি সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা হবেন। সৌদি ক্লাবের হয়ে ব্রাজিলিয়ান তারকা ১০ নম্বর জার্সিতেই খেলবেন। ফ্রান্সের সংবাদ মাধ্যম এল ইকুইপে জানিয়েছে এই তথ্য। সংবাদ মাধ্যমে আরও জানা গেছে, নেইমারকে দুই বছরের জন্য বেতন বাবদ ১৬০ মিলিয়ন ইউরো দেবে আল হিলাল। তবে পিএসজি তাকে বিক্রি করে কত পাবে তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে শোনা যাচ্ছে, পিএসজিকে ট্রান্সফার ফি হিসেবে ৬ কোটি ৯১ লাখ পাউন্ড দেবে আল হিলাল।

পুনে ঘোড়দৌড়ের মতামত

শিবনাথ দাস

মঙ্গলবার পুনে রেসে মোট সাতটি বাজি। প্রধান বাজি 'মগধ সিং যোধা ট্রফি'। তিন বছরের ১৪টি প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করছে। সকালের গ্যালপ অনুযায়ী কন্যারাশির জেতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। রেসপ্রেমীদের জানানো হচ্ছে ১৮ আগস্ট এবং ১৯ আগস্ট দু'দিন বেঙ্গালুরুতে এক্সট্রা রেস হবে। প্রশাসন বেঙ্গালুরুর রেসকোর্স যেখানে হয়, সেখান থেকে উঠিয়ে দিতে চাইছে। সুপ্রিম কোর্টে মামলা পেন্ডিং আছে। আজ পুনেতে আপসেট ঘোড়াদের জেতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

প্রথম বাজি--- ১২.৪৫ মি, সি-এস্ট-আমোর ১, বোম্বার ২, চারবিজ ৩।

দ্বিতীয় বাজি--- ১টা ১৫ মি., লর্ড-এন্ড-মাস্টার ১, এম্পাওয়ার ২, পিঙ্ক জ্যাসমিন ৩।

তৃতীয় বাজি --- ১.৪৫ মি. , কোর-ডি-লায়ন ১, স্লোফল ২, প্রাইড্স এঞ্জেল ৩।

চতুর্থ বাজি --- ২.১৫ মি., কন্যারাশি ১, আলেক্স অ্যানড্রস ২, কুবরিক ৩।

পঞ্চম বাজি --- ২.৪৫ মি., ভিনসেন্ট ভ্যান গগ ১, কিরকিনেস ২, জেরুজালেম ৩।

ষষ্ঠ বাজি--- ৩.৩০ মি., মাউন্ট সিনাই ১, সিলভার স্টেপস ২, কাম ব্যাক প্লিজ ৩।

সপ্তম বাজি --- ৪.০০টা, অলমাস ১, সুইট ইমোশন ২, ট্রিঙ্কেট ৩।

দিনের সেরা --- অলমাস

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **মুদ্রক ও প্রকাশক : বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক : শেখর সেনগুপ্ত। ম্যানেজিং এডিটর : আর্য রুদ্র।** Reg No. WBBEN/2004/13865.